মর্ম্ম—গাথা।

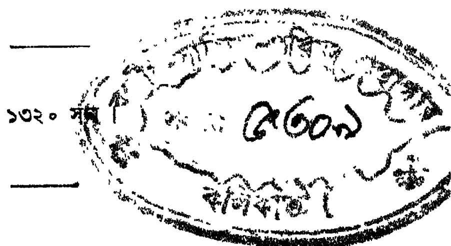


শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঢাকা, শ্রীনাথ প্রেসে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভদ্র দ্বারা মুদ্রিত।



১৩২০ সন।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।



শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রাজখাড়া, ঢাকা।

শ্রীনাথ প্রেস, ঢাকা।

ভূমিকা।

আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের ভূমিকা না লিখিলেও হইত; কারণ সাধারণ সমক্ষে যাহা কিছু বলিবার, তাহা "নিবেদনেই" নিবেদন করিয়াছি। কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে ও যত্নে এবং ব্রাহ্মণ গাঁ নিবাসী প্রকাশক শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র ঘোষের আন্তরিক চেষ্টায়, আমার এই "মর্ম্ম-গাথা" প্রকাশিত হইল। বই খানা সুন্দর করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টায় ত্রুটি হয় নাই। বহুল প্রচার মানসে মূল্যও কম করিয়া ধরা হইয়াছে। এবার যে সমস্ত ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল, সাধারণের উৎসাহ পাইলে বারান্তরে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিব।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাব কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় এই পুস্তকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের" স্থান বিশেষের ভাব অবলম্বনে ইহার কয়েকটি কবিতা লিখিত হইয়াছে; এজন্য উক্ত গ্রন্থ কর্ত্তার নিকট আমি ঋণী।

সর্ব্বশেষে নিবেদন এই যে, আমার এই "মর্ম্ম-গাথা" সুধী মণ্ডলীর মর্ম্মস্পর্শী হইবার উপযুক্ত না হইলেও অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলে, সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

১৩২০ সন ১লা আষাঢ়,
রাজখাড়া, ঢাকা।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

বন্দনা।



নিরাকার নির্ব্বিকার নিরঞ্জন নিখিলেশ,
বাণীকান্ত বালীধ্বংসী বাসুদেব বাসবেশ ;
রক্ষাকর্ত্তা রক্ষরিপু রঘুনাথ রমা-ঈশ,
নরসিংহ নরোত্তম নমামিত্বং নরাধীশ।



উৎসর্গ।

রাজখাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার রায় মহাশয়ের

প্রাতঃস্মরণীয়া পত্নী—

শ্রীযুক্তা কুলদায়িনী রায় চৌধুরাণী

মহাশয়ার করকমলে

তদীয় অসীম স্নেহের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র পুস্তক শ্রদ্ধা সহকারে

অর্পিত হইল।

মাগো! এ তরু তোমার;
ইহাতে যে ধরে ফল, তিক্ত কিম্বা অম্ল হোক,
তোমা বিনা কারে দিব আর?
হাসিমুখে পাতি কর, লহ মা তনয় দত্ত;
"মর্ম্ম-গাথা" ক্ষুদ্র "উপহার।"

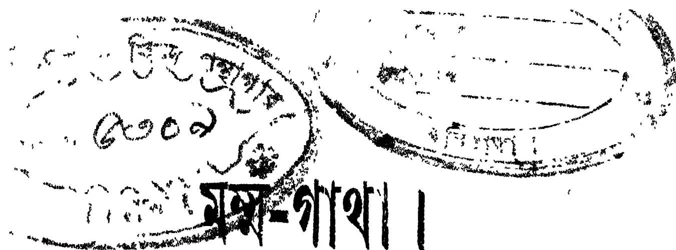
আশ্রিত—
নিবারণ।

সূচি পত্র।

শোক।

শান্তি।





মর্ম্ম-গাথা।

(শোক।)

নিবেদন।

১

কাব্য নহে "মর্ম্ম-গাথা," কবি নহি আমি,
নাহি এতে উপমা বা ছন্দঃ অলঙ্কার ;
এ যে শুধু বালুময় তপ্ত মরুভূমি,
পিপাসিত পথিকের পূর্ণ হাহাকার।
মধুর কল্পনা-গন্ধ নাহি এর গায় ;
র'য়েছে অসঙ্খ্য ভুল পাতায় পাতায়।

২

লাভবান্ হইবার সাধ নাহি চিতে,
রচি নাই কাব্য আমি যশের আশায় ;
আমার মরম-গাথা প্রচার করিতে,
লিখিয়াছি "মর্ম্ম-গাথা" সরল ভাষায়।
ব্যথায় ব্যথিত যদি থাকে কোন জন ;
দয়া করি পড়িবেন, এই "নিবেদন"।

বিসর্জ্জন।

১

তের শ পনর সনে চৈত্র মাসে হায়—
অষ্টাবিংশ দিনে;
কৃষ্ণপক্ষ-পঞ্চমীতে,
শনিবার রজনীতে,
শু'য়েছে প্রেয়সী মোর উরু-উপাধানে।
জীবনের নাহি আশ,
বহে ঘন মহাশ্বাস,
অশ্রুমাখা দৃষ্টিহীন আরক্ত নয়নে
না পড়ে পলক, বাক্য না সরে বদনে।

২

স্বেদ-সিক্ত দেহ তার বিকৃত বদন—
মৃত্যু যন্ত্রণায়;
কফে কণ্ঠ রুদ্ধ প্রায়,
জলটুকু নাহি খায়,
মৃত শিশু পেটে তার কি বিষম দায়।
দশন দশনোপর,
কাঁপে দেহ থর থর,
বঙ্কিম কঠিন তনু ধনুকের প্রায়;
এ যে কি বিষম ব্যাধি বোঝা নাহি যায়

৩

তখনো আমার প্রাণে আশার আলোক—
হয় নি নির্ব্বাণ ;
তখনও ভাবি মনে,
এ হ'তেও কত জনে
হইয়া কাতর অতি, পাইয়াছে ত্রাণ।
আশার কুহকে মজি,
প্রাণের প্রতিমা ত্যজি,
সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ তুচ্ছ করি জ্ঞান ;
ডাক্তার আনিতে আমি করিনু প্রস্থান।

৪

তৃতীয় প্রহর কালে বহু কষ্টে আমি—
আসিলাম ফিরি ;
কত যে ভাবনা প্রাণে,
দাঁড়াইয়া থাকি ক্ষণে,
বাড়ীর নিকটে আসি চলিতে না পারি।
সে সময় সংশয়েতে,
যে ভাব আমার চিতে,
ভাষার অক্ষরে তাহা প্রকাশিতে নারি ;
সহসা রোদন শুনি উঠিনু শিহরি।

৫

রুদ্ধ শ্বাসে দৌড়াইয়া আসিলাম বাড়ী—
পাগলের প্রায় ;
আমারে দেখিয়া সবে,
না জানি কি কথা ভেবে,
দ্বিগুণ রোদনে শুধু করে হায় হায়।
গলায় মারিয়া ছুরি,
সর্ব্বস্ব করিয়া চুরি,
আমি যেন লুকাইয়া রেখে'ছি কোথায় ;
তাই মোরে হেরি যেন ধূলায় লোটায়।

৬

ধীরে ধীরে আসিলাম কুটীরের দ্বারে—
শোকাকুল প্রাণে ;
যে ভাবে গিয়াছি থু'য়ে,
সেই ভাবে আছে শু'য়ে,
সেই ভাবে জ্বলে দীপ কুটীরের কোণে।
সে ক্ষীণ আলোক আসি,
নিবিড় আঁধার নাশি,
সস্নেহে পড়ে'ছে তার বিকৃত আননে ;
ঘুমাইয়া আছে যেন হেন লয় মনে।

৭

সে মুখ তেমনি আছে, নাহি সে সুষমা—
নাহি সে সুহাস ;
সে আঁখি তেমনি তার,
নাহি সে মাধুরী আর,
সে ফুল তেমনি আছে, নাহি সে সুবাস।
আমি ত কখনো কার,
করি নাই অপকার,
কে আমার করে' গেল মহা সর্ব্বনাশ ;
কে দিলরে অভিশাপ চির-বনবাস ?

৮

হৃদয়ের নিধি মোর আঁধারের আলো—
কে নিল হরিয়া ?
গর্ভ-স্থিত শিশুটিরে,
কে আসিয়া নিল কেড়ে',
কার সনে এত বাদ কিসের লাগিয়া ?
হায়রে ! বুঝিতে নারি,
কে ছিল এমন বৈরি,
এত আশা এত সাধ কে দিল ভাঙ্গিয়া ?
শোকের অনল প্রাণে কে দিল জ্বালিয়া ?

৯

বুঝে'ছি বিধাতা আমি—তোমারি এ কাজ—
নির্ম্মম পাষাণ!
তোমারে পাইলে পরে,
নখেতে হৃদয় চিরে
দেখা'তাম, কি যাতনা সহিছে এ প্রাণ।
দেখা'তাম অনুক্ষণ,
যে আগুনে দহে মন;
আর না সহিতে পারি, কর মোরে ত্রাণ
মৃত্যু-নীরে শোকানল করিয়া নির্ব্বাণ।

বিজয়া।

১

ষষ্ঠী তিথি নহে আজি, বিজয়া দশমী,
বাহির করে'ছি তাই বাসন্তী প্রতিমা;
সফল না হ'তে আশা বিগত নবমী,
হায়রে! বুঝিতে নারি কালের মহিমা।
পূর্ণ ছিল এই স্থান হাস্য কোলাহলে;
আজি শুধু হাহাকার সিক্ত আঁখিজলে

২

বিমল শয্যায় শু'তে কষ্ট হ'ত যার,
সে আজ মাদুরে শু'য়ে মহানিদ্রা যায় ;
কত যত্ন প্রিয়তমা করিত যাহার,
সে কেশ, অযত্নে আজি ধূলায় লোটায়।
কণ্টক ফুটিলে পায়ে কাঁদিত যে জন ;
তারে আজ দড়ি দিয়া করিছে বন্ধন।

৩

বাঁধিছে কাঠের বোঝা, একি অমঙ্গল ;
ঘৃত, মধু, কড়ি, ধূপ, তণ্ডুল, চন্দন,
কলসী, তুলসী, তিল, কেন এ সকল ?
আসিয়াছে কি মানসে প্রতিবাসী গণ ?
হায়রে ! এরা কি সবে নির্ম্মম কসাই ;
এমন প্রতিমা পুড়ি করিবেক ছাই !

৪

আমি ত করিতে তাহা দিবনা কখন,
কাঁধে করে' নিয়ে যাব পদ্মানদী-তীরে ;
তার নীরে এ প্রতিমা দিব বিসর্জ্জন,
সর্ব্বনাশী করিয়াছে ফকির আমারে।
কত জমি কত বাড়ী নিয়াছে ভাঙ্গিয়া ;
পূর্ণাহুতি দিব আজি প্রিয়ারে অর্পিয়া।

৫

অভাগার অনুরোধ শুনিল না তারা,
প্রিয়ারে লইয়া মোর চলিল শ্মশানে ;
অমনি পশ্চাতে দিল গোবরের ছড়া,
মহাশত্রু অমঙ্গল ভাবি তারে মনে।
মানবের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতে ;
চলিলাম সাথে তার কাঁদিতে কাঁদিতে।

শ্মশান।

১

শ্মশানের দৃশ্য হেরি শিহরে পরাণ,
সাজান র'য়েছে চিতা সারি সারি সারি ;
দেহ হ'য়ে ভস্মরাশি,
মাটিতে গিয়াছে মিশি,
ধনী ও দরিদ্র হেথা সকলি সমান,
সকলেই দীন ভাবে গেছে সব ছাড়ি।
বদন ব্যাদান করি,
ভীষণ মূরতি ধরি,
র'য়েছে নীরবে বসি শ্মশান-রাক্ষসী ;
মানব তাহার মুখে প্রবেশিছে আসি।

২

সঙ্গে ল'য়ে অতি প্রিয় দুইটি রতন,
আমিও এসেছি আজি দিতে উপহার ;
যা ছিল আমার বলি,
সব তারে দিব ডালি,
এনেছি নৈবেদ্য, ধূপ, তুলসী, চন্দন,
আঁখিনীরে আরাধনা করিব তাহার।
পূজাশেষে যজ্ঞ করি,
ভস্মের তিলক পরি,
আহুতি দক্ষিণা দিয়া দুইটি রতন ;
সন্ন্যাস-শান্তির বারি করিব ধারণ।

৩

চণ্ডালের হেয় আমি নির্ম্মম কসাই,
অথবা মমতা-হীন যমের কিঙ্কর ;
পিশাচে পারে না যাহা,
সম্পন্ন করেছি তাহা,
একবিন্দু দয়া মায়া এ শরীরে নাই,
বজ্রাঘাতে ধ্বংস কেন হ'ল না এ কর ?
শাণিত ছুরিকা ধরি,
প্রিয়ার উদর চিরি,
গর্ভ-স্থিত মৃতশিশু বাহির করিয়া ;
স্বহস্তে রেখেছি তারে মাটিতে পুতিয়া।

৪

আহা সে সোনার শিশু সুষমার খনি,
পাইতাম তারে যদি জুড়াইত প্রাণ ;
অমূল্য রতন জ্ঞানে,
রাখিতাম সযতনে,
ফণী যথা প্রাণপণে রক্ষা করে মণি ;
সে আশা ভাঙ্গিয়া দিল বিধাতা পাষাণ।
সযতনে স্নেহ-নীরে,
বৰ্দ্ধিত করে'ছি যারে,
সে গাছে অমৃত ফল ধরে'ছে দেখিয়া ;
বিধি তার মূল সহ নিল উপাড়িয়া।

৫

একে একে খুলিলাম যত আভরণ,
কাঞ্চন কুসুম যথা পড়িল ঝরিয়া ;
পরাইয়া নব-বাস,
(হায় কিরে সর্ব্বনাশ)
করিলাম সে প্রতিমা চিতায় স্থাপন,
দীঘির শীতল নীরে স্নান করাইয়া।
পিণ্ডদান করি পরে,
জ্বলন্ত দেউটী করে,
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি মন্ত্র উচ্চারিয়া ;
চিতায় দিলাম অগ্নি, উঠিল জ্বলিয়া।

৬

যত কাষ্ঠ ছিল—ক্রমে দিলাম সকল,
পুড়িয়া সোণার দেহ হইল অঙ্গার;
ক্রমে হ'ল ভস্মরাশি,
মাটি সহ গেল মিশি,
সলিলে চিতার অগ্নি হইল শীতল,
আমার প্রাণের অগ্নি নিবিল না আর।
এ অনল যার প্রাণে,
কত জ্বালা সেই জানে,
অন্যে কি বুঝিবে, এ যে নীরব দাহন;
ধূমা নাই, শিখা নাই, জ্বলে অনুক্ষণ।

৭

বহুকষ্টে সরাইয়া চিতার অঙ্গার,
সমভূমি করিলাম কোদালে কাটিয়া;
সরিষা বুনিয়া তাতে,
রাখিলাম কুলা পেতে,
ধান্য ও সিন্দুর শাঁখা, পূর্ণ কুম্ভ আর;
পাশে তার কলাগাছ দিলাম রোপিয়া।
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি,
কাটারি করেতে করি,
কলসী ভাঙ্গিতে মোর ভাঙ্গিল কপাল;
রাজা ছিনু, আজ হ'তে হইনু কাঙ্গাল।

বন্ধু।

১

কে আছে ভিষক্ হেন কার কাছে যাই,
কে করিবে দূর, মম হৃদয়ের ক্ষত;
পৃথিবীতে এ ব্যাধির ঔষধ কি নাই,
সহিতে না পারি আর যাতনা সতত।
ঢালিয়া নিয়ত কেবা ভালবাসা জল;
আমার প্রাণের জ্বালা করিবে শীতল?

২

সুসজ্জিত সুখতরি কাল-সিন্ধুনীরে,
অকালে অদৃষ্ট দোষে গিয়াছে ডুবিয়া;
অমূল্য একটি রত্ন বহুদিন ধরে',
রেখে'ছিনু সে তরিতে যতন করিয়া।
তরণীর সাথে সাথে সেও হ'ল তল;
পথের ভিখারী আমি র'য়েছি কেবল।

৩

সুখ নাই, শান্তি নাই, স্নেহ নাই প্রাণে,
দয়া নাই, মায়া নাই, নাহি ভালবাসা;
নিয়ত পুড়িছে প্রাণ চিন্তার আগুনে,
ছেড়ে'ছি জন্মের মত সুখের প্রত্যাশা।
এ ভাবে পারি না আমি বহিবারে আর;
লক্ষ্য হীন দুঃখময় জীবনের ভার।

৪

ঝড়ে ভাঙ্গা বৃক্ষ সম র'য়েছি দাঁড়া'য়ে,
শাখা নাই, পত্র নাই, ছায়া নাই আর ;
ভাবনা-তপন-তাপে নিত্য মরি পুড়ে',
দেখে না চাহিয়া কেহ দুর্দ্দশা আমার।
তাই খুজি নিশিদিন করিয়া যতন ;
বাসনার অনুরূপ বন্ধু একজন।

৫

এস মৃত্যু এস বন্ধু এস এ সময়,
বিপদে তোমার পায়ে নিলাম শরণ ;
তুমিও মানব সম হ'য়োনা নির্দ্দয়,
আমার প্রাণের জ্বালা কর নিবারণ।
ধনী দীন তব ঠাঁই সকলি সমান ;
সমভাবে সকলেরে কর শান্তি দান।



অনুযোগ।

১

প্রিয়ে! এ কেমন কথা?
এক দুই তিন বলি, বহুদিন গেল চলি,
কোথায় আছ যে তুমি না পাই বারতা;
কিবা সে দেশের নাম, কে রাজা কোথায় ধাম,
কি কৌশলে কোন পথে যাওয়া যায় তথা?
কেমনে আমারে ফেলি, আছ তথা সব ভুলি,
এ দগ্ধ প্রাণের জ্বালা জুড়াইব কোথা?
আজিও দিলে না বার্ত্তা, এ কেমন কথা?

২

প্রিয়ে! একি ব্যবহার?
যে দেশে গিয়াছ তুমি, পবিত্র সে দেব-ভূমি,
হিংসা দ্বেষ প্রতারণা প্রাণে নাই কার;
এত যে তোমারে ডাকি, তথাপিও বিধুমুখি!
দয়া করি নাহি দেও দেখা একবার;
আমি ত বুঝিতে নারি, কিরূপে লো প্রাণেশ্বরি!
এমন কঠিন হ'ল হৃদয় তোমার;
ডাকিলে না কথা কও, একি ব্যবহার?

৩

প্রিয়ে! একি ব্যবহার?
এত যদি ছিল মনে, কেন তবে চন্দ্রাননে!
কৌশলে হরিয়া নিলে হৃদয় আমার?
কেন তবে দয়া করি, প্রতিদানে প্রাণেশ্বরি!
দিয়াছিলে স্নেহপূর্ণ হৃদয় ভাণ্ডার?
কি দোষে গেলে যে ছাড়ি, কিছুই বুঝিতে নারি,
আমি কভু করি নাই অযত্ন তোমার;
দিয়ে পুনঃ নিলে কেন, একি ব্যবহার?

৪

প্রিয়ে! এ কেমন রীতি?
এ হৃদয়ে যত্ন করি, তোমার প্রতিমা গড়ি.
প্রেম-ফুলে আঁখিজলে পূজি নিতি নিতি;
মন্ত্র তার হাহাকার. ভালবাসা উপচার,
স্নেহ-তৈলে জ্বালাইয়া সোহাগের বাতি;
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, অনুরাগ ধূনা জ্বেলে
আদরে সে প্রতিমার করি গো আরতি;
তথাপি সদয়া নহ, এ কেমন রীতি?

৫

প্রিয়ে! কেন এত ছল?

বুকে ল'য়ে তব স্মৃতি, এ ভাবেতে নিতি নিতি,
কত আর ফেলি বল নয়নের জল?
এত যত্ন পরিশ্রমে, পারিনা ত কোন ক্রমে,
ঠেলিয়া ফেলিতে বলে স্মৃতি-হিমাচল;
নিশি দিন এত ভার, বহিতে পারি না আর,
পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেছে, গায়ে নাই বল;
কেন হেন প্রতারণা, কেন এত ছল?

৬

প্রিয়ে! কেন অভিমান?

আনন্দে হেরিলে যারে, আকাশ পাইতে করে,
যাহারে বাসিতে ভাল প্রাণের সমান;
কি দশা করে'ছ তার, দেখে'যাও একবার,
কি ভীষণ তুষানলে জ্বলে তার প্রাণ;
আর ত সহিতে নারি, দেখা দেও দয়া করি,
এ ভাবে থেকো না আর হইয়া পাষাণ;
কি দোষ করে'ছি আমি, কেন অভিমান?

অনুতাপ।

১

মানব না হ'য়ে মোরা বৃক্ষ হ'লে পরে,
হ'ত না এমন ধারা মহা সর্ব্বনাশ ;
চিরদিন থাকিতাম গলাগলি ধরে,
বহিত না মর্ম্মভেদি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।
অশ্বত্থ হইলে আমি, সে হইলে বট ;
আজীবন থাকিতাম উভয়ে নিকট।

২

উভয়ের ভাবে দোহে বিভোর হইয়া,
প্রাণভরা সুখময় আলিঙ্গন ছলে ;
ধরিতাম দুই জনে শাখা জড়াইয়া,
ছাড়াইতে পারিত না কেহ কভু বলে।
প্রবল ঝটিকা আসি মূল উপাড়িলে ;
পড়িতাম একসঙ্গে উভয়ে ভূতলে।

৩

বিহঙ্গ গাহিত গান শাখায় বসিয়া,
গান্ধার পঞ্চম আদি সুমধুর স্বরে ;
মৃদুমন্দ সমীরণ সেবিত আসিয়া,
পাখীরা করিত বাস স্নেহের কোটরে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু-লতা দাস দাসী বেশে ;
সেবিত উভয়-পদ মনের উল্লাসে।

৪

প্রতিদিন পথশ্রান্ত পথিক আসিয়া,
বসিত শান্তির লাগি শীতল ছায়াতে ;
সুখময় শশধর গগনে উঠিয়া,
জুড়া'ত প্রাণের জ্বালা শীতাংশু সম্পাতে।
করিত সদয় হ'য়ে জলধরগণ ;
ঢালিয়া শীতল জল তৃষ্ণা নিবারণ।

৫

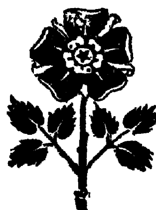
উভয়ে চাহিয়া সুখে উভয়ের পানে,
কহিতাম নিরজনে হৃদয়ের কথা ;
পুড়িত না প্রাণ, চির বিরহ-আগুনে,
সংসারের শোকে তাপে লাগিত না ব্যথা।
মূলে মূলে পত্রে পত্রে করিয়া বেষ্টন ;
চিরদিন থাকিতাম আনন্দে দু'জন।

৬

আমার প্রাণের প্রাণ ছিল এক জন,
রেখেছিনু বহু যত্নে হৃদয়ে ভরিয়া ;
না শুনিল অনুরোধ বিনয় বারণ,
অকালে শমন তারে নিয়াছে হরিয়া।
দয়া মায়া স্নেহ নাই তাহার অন্তরে ;
জীয়ন্তে মারিয়া সে যে রেখে গেছে মোরে।

৭

হায়রে ! মানব জন্ম চির-দুঃখময়,
অতৃপ্ত আশার ছলে জ্বলে অনুক্ষণ,
সাধের সামগ্রী কিছু চিরস্থায়ী নয়,
যাহা যায়, ফিরে তাহা আসে না কখন।
তাই ভাবি, পাইতাম আনন্দ অন্তরে ;
মানুষ না হ'য়ে মোরা বৃক্ষ হ'লে পরে।



হৃদয়-ঈশ্বরী।

১

সে শুধু আছিল মোর সম্পদের সাথী—
সুখের সঙ্গিনী ;
মলয় পবন বেশে,
এসে'ছিল হেসে হেসে,
সুখের বসন্তে মোর সুধাংশু বদনী ;
দুঃখের নিদাঘে ফেলে,
ফাকি দিয়া গেছে চলে,
চিন্তা-দগ্ধ প্রাণে মোর হানিয়া অশনি ;
নির্দ্দয়-নিষ্ঠুরা সেই পাষাণী রমণী।

২

অথবা সে ছিল বুঝি শারদ গগনে—
সুধা-স্নাত শশী ;
সুখের পূর্ণিমা রে'তে,
সুখ-তারা ল'য়ে সাথে,
এ হৃদয় গগনেতে উঠেছিল আসি ;
দারুণ দুর্দ্দিনে ফেলে,
অকস্মাৎ গেছে চলে,
নিরখিয়া সমাগত দুঃখ-অমানিশি ;
ভীষণ আঁধারে মোরে ডুবায়ে রূপসী।

৩

কিম্বা সে আছিল বুঝি "মানস সরসে"—
সোণার নলিনী ;
আমার সুকৃতি ফলে,
এসেছিল মহীতলে,
ফুটেছিল "সাহারায়" ফুল্ল সরোজিনী ;
দুঃখের শিশির পাতে,
ঢ'লে প'ল আচম্বিতে,
শুকাইল অকালে সে চারু কমলিনী ;
হৃদয় মৃণালে মোর শত বজ্র হানি।

৪

অথবা সে ছিল বুঝি বরষা আকাশে—
নব-কাদম্বিনী ;
সুশীতল ঢালি জল,
হৃদয়ের চিন্তানল,
দিয়েছিল নিভাইয়া ইন্দু-নিভাননী ;
আমারে বধিতে প্রাণে,
কে জানিত সঙ্গোপনে,
বুকে ক'রে এনেছিল ভীষণ অশনি ?
কে জানিত সে যে এত নিষ্ঠুরা সাপিনী ?

৫

কিম্বা সে আছিল বুঝি পূর্ব্ব জনমের—
মহাশত্রু মোর ;
মোহিনী রমণী বেশে,
এসেছিল মম পাশে,
বেঁধেছিল প্রাণ, দিয়া মমতার ডোর ;
হৃদয়ে মারিয়া ছুরি,
সর্ব্বস্ব করিয়া চুরি,
আমার সুখের নিশি করে দিয়ে ভোর ;
ফাকি দিয়া সহসা সে চলে গেছে চোর।

৬

কি যে ছিল সে যে, তাহা নিশ্চয় করিয়া—
বুঝিতে না পারি ;
এত যে দিতেছে দুঃখ,
তথাপি সে চাঁদ মুখ,
মুহূর্ত্তের তরে আমি পাসরিতে নারি,
হৃদয়ে তাহারি স্মৃতি,
মুখেতে তাহারি গীতি,
নয়নে তাহারি রূপ অহরহঃ হেরি ;
সে কি তবে ছিল মোর হৃদয়-ঈশ্বরী ?

মনের কথা।

দিনে কতবার, হেরিয়াছি তারে,
মিটে নাই তবু আশা ;
চাতকের প্রায়, জাগিত সতত,
পরাণে দারুণ তৃষা।
পলকের তরে, না হেরিলে তায়,
বোধ হ'ত যুগ বলি ;
কত দিন যায়, অভাগারে ছাড়ি,
সে গেছে স্বরগে চলি।
বুঝিতে না পারি, অমর ভবন,
এতই কি সুখময় ;
সে দেশে গেলে কি, আপনার জনে,
ভুলিয়া থাকিতে হয় ?
শত নমস্কার, ত্রিদিবের পায়,
আমি ত যাবনা তথা ;
মায়ার আধার, দয়ার মূরতি,
আমাদের বঙ্গমাতা।
এমন মায়ের, স্নেহময় বুকে,
কত শান্তি কত সুখ ;
কত সুখে মোরা, ছিলাম দু'জন,
স্মরিলে বিদরে বুক।

সে ছিল আমার, পরাণ পুত্তলী,
জীবন সর্ব্বস্ব ধন ;
ছায়া কায়া সম, রহিতাম তাই,
একস্থানে দুইজন।
হাসিতাম শুনি, রূপকথা কত,
কহিত সে বিধুমুখী ;
"সাতটি রাজার, সরবস্ব ধন,
একটি মাণিক নাকি।"
ধ্রুব সত্য তার, সেই কথা গুলি,
বুঝি এবে বিচারিয়া ;
নিজেই সে ছিল, অমূল্য মাণিক,
চিনিয়াছি হারাইয়া।
লক্ষ রাজা যদি, এক পাশে থাকে,
সে দাঁড়ায় এক দিকে ;
রাজ্য পায়ে ঠেলি, তাহারে লইয়া,
থাকি আমি মহাসুখে।
হারাইয়া তারে, হইয়াছি আমি,
পথের কাঙ্গাল প্রায় ;
পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি, পরাণে জাগিলে
হৃদয় ফাটিয়া যায়।
বৃশ্চিক দংশনে, অসীম যাতনা,
এ কথা রচিত যার ;

স্মৃতি বিষধর, কোন দিন বুঝি,
দংশে নাই প্রাণ তার।
ব্রহ্মহত্যা আদি, মহাপাপ যদি,
করে কেহ অনিবার ;
তুষের অনল, জ্বালিয়া চৌদিকে,
প্রায়শ্চিত্ত বিধি তার।
জন্ম জন্মান্তরে, হেন মহাপাপ,
না জানি করেছি কত ;
বিধির বিচারে, প্রাণে জ্বলে তাই,
তুষানল অবিরত।
কত দিনে হবে, এ শাস্তির শেষ,
কবে বা জুড়াবে প্রাণ ;
কত দিনে হবে, মহাপাপ ক্ষয়,
জানে সেই ভগবান।
বুঝিয়াছি এবে, কহি তাই আজি,
খুলিয়া মনের কথা ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য মোর, ভেদ কিছু নাই,
"সে যথা, স্বরগ তথা।"

প্রাণের ব্যথা।

খুজিয়া না পাইলাম ভাষা,
প্রকাশিতে প্রাণের বেদনা;
সহিতে না পারি আমি আর,
নীরবে এ অসীম যাতনা।
হৃদি মোর রাবণের চিতা,
দেহ তাহে নীরস ইন্ধন;
শোকানল জ্বলিছে সতত,
সুখ শান্তি করিয়া দাহন।
নিবাইতে তীব্র হুতাশন,
ফেল্‌লি আমি যত দীর্ঘ শ্বাস;
তাতে হয় বিপরীত ফল,
বাড়ে আরো পাইয়া বাতাস
আষাঢ়ের বারি ধারা সম,
ঢালিলাম কত আঁখি জল;
অভাগার অদৃষ্টের দোষে,
তথাপিও হ'ল না শীতল।

কোথা যাই কি যে করি আমি,
　　কিছুই ত না পাই ভাবিয়া ;
এ ভাবেতে রব কতদিন,
　　পোড়া প্রাণে পাষাণ চাপিয়া ?
ঘর বাড়ী যা ছিল আমার,
　　ধন জন গৌরব বিভব,
শমনের ঘোর অত্যাচারে,
　　একদিনে ফুরায়েছে সব।
সুখ-পাখী গিয়াছে উড়িয়া,
　　খুলে গেছে সংসার বন্ধন ;
নিবে গেছে আশার প্রদীপ,
　　শান্তি তরী হ'য়েছে মগন।
বিসর্জ্জন দিয়াছি প্রতিমা,
　　শূন্য তাই হৃদয় মণ্ডপ ;
পুড়ে গেছে সর্ব্বস্ব আমার,
　　স্মৃতি শুধু করি অনুভব।
মিটেগেছে সংসারের সাধ,
　　বুকভরা হাহাকার ল'য়ে ;
বজ্রাহত বিটপীর মত,
　　দগ্ধশিরে র'য়েছি দাঁড়ায়ে।
কবে যেন (কহিতে না পারি,)
　　মৃত্যুরূপী-বাতাস আসিয়া ;

না ফেলিতে চখের পলক,
দেহ-তরু ফেলিবে ভাঙ্গিয়া।
সে দিনের প্রতীক্ষায় শুধু,
বসে' আছি প্রস্তুত হইয়া ;
বাঁচিয়া না পাইলাম শান্তি,
দেখি এবে কি হই মরিয়া।

পতঙ্গ।

১

জ্বলন্ত অনলে প'ড়ে, কেন বৃথা মর পু'ড়ে,
হায়রে ! অবোধ অতি পতঙ্গ সকল ;
স্বচক্ষে দেখিছ চেয়ে তবুও চলিছ ধেয়ে,
কেন এত অনুরাগ কিসে এত বল ?
ছাড়িয়া প্রাণের আশা, কেন এত ভালবাসা,
কেন হেন রূপ-তৃষা প্রতিজ্ঞা অটল ;
হে অন্ধ প্রেমিক ! বুঝি হয়েছ পাগল ?

২

হায়রে অবোধ জাতি, কেন বৃথা বুক পাতি,
ধরিতে ইন্দ্রের বজ্র অভিলাষ মনে ;
কি হেতু বুঝিতে নারি, গরল স্বহস্তে করি,
আনন্দে করিছ পান মরিতে পরাণে ?
এ প্রেম শিখেছ কোথা, বল মোর সেই কথা,
এমন প্রেমিক কেবা আছে এ ভুবনে ;
প্রাণ হ'তে প্রেম যেবা বড় বলি জানে ?

৩

এত ভালবাস যারে, সে কভু চাহেনা ফিরে,
দগ্ধ ক'রে প্রাণে মারে তীব্র হুতাশন ;
বিন্দুমাত্র প্রতিদান, না পাও তাহার স্থান,
প্রণয়ের একি ধারা একি আচরণ ?
আমিও তোদের মত, লইয়া প্রণয়-ব্রত,
সর্ব্বস্ব তাহার করে করিয়া অর্পণ ;
প্রাণের অধিক সদা করেছি যতন।

৪

না ভাবিয়া পূর্ব্বাপর, সাহসে করিয়া ভর,
চক্ষু মুদে পড়েছিনু প্রণয় অনলে ;
অৰ্দ্ধ-দগ্ধ করি মোরে, সেত হায় গেছে ছেড়ে,
কাটিয়া মায়ার বেড়ি অপূর্ব্ব কৌশলে।
শত ক্ষত ল'য়ে বুকে, বেঁচে আছি মহা দুঃখে,
ভাসিয়া দিবস নিশি নয়নের জলে ;
ভাল ছিল একেবারে পুড়িয়া মরিলে।

৫

আছে শান্তি, আছে সুখ, জ্বলে না তোদের বুক,
সতত আমার মত অনন্ত আগুনে ;
যাতনার আছে শেষ, থাকে না দুঃখের লেশ,
আশার সমাধি হয় জীবনের সনে।
ভাবনা ভুজঙ্গ বেশে, দংশেনা হৃদয়ে এসে,
দহেনা জীবন সদা স্মৃতির দাহনে ;
বিঁধেনা শোকের শেল নিশি দিন প্রাণে।

৬

সুখের দিবস গুলি, মুহূর্ত্তে গিয়াছে চলি,
চঞ্চলা চপলা সম দেখিতে দেখিতে ;
দুঃখের দিবস হায়, যাইতে ত নাহি চায়,
প্রতি পল দিন সম বোধ হয় চিতে।
বহিতে দুঃখের ভার, আমি ত পারিনা আর,
এমন দুর্ভাগ্য দীন কে আছে জগতে ?
এ হ'তে মরণ ভাল সহস্র গুণেতে।

সুধাকর।

১

বৃথা কেন গর্ব্ব তব ওহে শশধর !
স্তাবকের স্তুতিবাদ শুনে হাসি পায় ;
তুমি নাকি পৃথিবীতে অতুল সুন্দর,
জগৎ পরাস্ত নাকি তোমার শোভায়।
যে বলে এমন কথা, বুঝি অনুমানে ;
সে কভু প্রিয়ারে মোর দেখেনি নয়নে

২

মেঘের কোলেতে তুমি থাক যে সময়,
সে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নাকি ভাবুকের মন ;
সে শোভার কাছে শশি তুচ্ছ অতিশয় ;
মুক্তকেশে প্রিয়া মোর থাকিত যখন।
কি কহিব ওহে বিধু সাক্ষী তার নাই ;
তা না হ'লে ভাঙ্গিতাম তোমার বড়াই।

৩

গোলাকৃতি জ্যোতির্ম্ময় কলঙ্কের খনি,
তাহাতেই কর তুমি এত অহঙ্কার ;
তোমার প্রেয়সী নাকি কুমুদিনী ধনী,
দিবসে মলিন হয় বদন যাহার।
আদিত্যের কাছে নিত্য জ্যোতিঃ ভিক্ষা করি ;
আকাশে আসিয়া তুমি কর বাহাদুরী।

৪

অমাবস্যা প্রতিপদে ভিক্ষা নাহি পাও,
সে দিন তোমারে আর দেখি না গগনে ;
দ্বিতীয়ায় দেখা দিয়া অমনি পলাও,
শত ধিক্ শশধর তোমার জীবনে।
সামান্য প্রদীপ শশি ! তব উপমান ;
যতটুকু তৈল তার, ততটুকু প্রাণ।

৫

অহঙ্কারে থাক সদা আকাশের গায়,
মাটিতে তোমার আর নামে না চরণ ;
বিষাদিনী কমলিনী তোমার জ্বালায়,
তব দ্বেষে বিরহিণী জ্বলে অনুক্ষণ।
অভিমানে থাক যবে মেঘে হ'য়ে ঢাকা ;
শত ডাকে শশধর নাহি দেও দেখা।

৬

অকলঙ্ক হাসিমাখা মুখখানি তার,
বারেক হেরিলে পরে জুড়া'ত নয়ন ;
অমাবস্যা প্রতিপদ ছিল না তাহার,
নিয়ত করিত আলো আমার ভবন।
না জানি কি পাপ-ফলে সে গেছে ছাড়িয়া ;
ভীষণ আঁধারে তাই আছি হে ডুবিয়া।

৭

পারিজাত পুষ্প বুঝি সুধা দিয়া ছানি,
গ'ড়ে ছিলা বিশ্বস্রষ্টা সে চারু প্রতিমা ;
লাবণ্য-সলিলে যেন স্বর্ণ সরোজিনী,
অথবা তাহার আর ছিল না উপমা।
স্নেহ, দয়া, সরলতা, লজ্জা, ভক্তি, ভয়,
ভালবাসা, একাধারে ছিল সমুদয়।

৮

উত্তর দিত না কভু শত তিরস্কারে,
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার ছিল না তাহার ;
থাকিত না ক্ষণকাল অভিমান করে,
ডাকিলে আসিত ছুটে নিকটে আমার।
করিত আমার সেবা কত যত্ন করি,
মুহূর্ত্তের তরে তারে পাসরিতে নারি।

৯

রাহু আসি সুধা আশে গ্রাসিয়া তোমারে,
উগারিয়া ফেলে পুনঃ সুধা না পাইয়া,
নিরদয় মৃত্যু-রাহু গ্রাসিয়াছে তারে,
সুধার আকর জ্ঞানে সুধার লাগিয়া।
কে বেশী সুন্দর, শশি ! করহ বিচার ;
বিশ্বনাশী মৃত্যু তারে ছাড়িল না আর।

১০

তার চেয়ে একগুণে শ্রেষ্ঠ তুমি মানি,
ক্ষয় বৃদ্ধি চিরদিন দেখিহে তোমার ;
না জানি কি অভিশাপে ক্ষয় হ'ল ধনী,
এতদিনে বুঝিলাম বৃদ্ধি নাই তার।
চকোরে কাঁদায়ে পুনঃ হাসাও তাহারে ;
সে গেছে জন্মের মত কাঁদায়ে আমারে।

মঙ্গল।

উভয়ের হ'য়েছে মঙ্গল,
উভয়ের জুড়ায়েছে প্রাণ ;
উভয়ের হৃদয় হইতে,
নেমে গেছে দুঃখের পাষাণ
উভয়ের গিয়াছে খুলিয়া
অতি দৃঢ় সংসার-বন্ধন ;
পেয়েছে নূতন স্বাধীনতা,
শান্তিহীন উভয়ের মন।
অনাদর অযতন কত,
সহি নিত্য অম্লান বদনে ;
দাসী সম কাটাইত কাল,
প্রিয়তমা আমার ভবনে।
সংসারের অভাব ঘুচাতে,
সহি নিত্য তীব্র তিরস্কার ;
দাসত্ব করেছি আজীবন,
থাকিয়া বিদেশে অনিবার।
আজি মোরা হয়েছি স্বাধীন,
মুক্ত দৃঢ় মায়া-কারাগার ;
যাতনা হ'য়েছে অবসান,
কেহ নহে অনুগত কার।

মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মত,
অনুক্ষণ উড়িয়া উড়িয়া ;
যেখানে যাইতে চাহে প্রাণ,
সেই খানে যাইব চলিয়া।
নিশি দিন অর্থ অর্থ করি,
দয়াহীন ধনীর দুয়ারে ;
সহিয়া সতত তিরস্কার,
পশুসম রহিব না পড়ে।
গর্ব্বিতের ঘৃণিত চাহনি,
দাম্ভিকের মর্ম্মভেদি কথা ;
ধনীর উপেক্ষা অহঙ্কারে,
হৃদয়েতে লাগিবে না ব্যথা।
মনিবের মনস্তুষ্টি হেতু,
সত্য মিথ্যা না করি বিচার ;
কলে গড়া পুতুলের মত,
প্রতি বাক্যে নাড়িব না ঘাড়
নিশি দিন বাছিয়া বাছিয়া,
চাটুবাক্য হবে না জুটাতে ;
মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করি,
তোষামোদ হবে না করিতে।
সহিয়া সহস্র পদাঘাত,
বুভুক্ষিত কুকুরের মত ;

অহঙ্কারী ধনীর পশ্চাতে,
ছুটিতে হবে না অবিরত।
নির্ভয়েতে ভুজঙ্গের প্রায়,
নত ভাবে করিব ভ্রমণ ;
পদাঘাত করে যদি কেহ,
ঊর্দ্ধশিরে করিব দংশন।
সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে থাকি,
যদি কিছু হয় উপার্জ্জন ;
তাই দিয়ে প্রফুল্ল অন্তরে,
শাক-অন্ন করিব ভোজন।
কোন দিন না জুটিলে কিছু,
উপবাস করিব নীরবে ;
তাতে যদি মরি ক্ষতি নাই,
সে মরণ সুখের হইবে।
সাঙ্গ হ'তে জীবনের খেলা,
বাকী আছে যে দিবস ক'টি ;
হে ঈশ্বর ! কর আশীর্ব্বাদ,
এই ভাবে যায় যেন কাটি।
যত কিছু কর তুমি প্রভো !
মানবের মঙ্গল লাগিয়া ;
বুঝি না অবোধ অতি মোরা,
কাঁদি তাই অধীর হইয়া।

করে'ছ যে মহা সর্ব্বনাশ,
এত যে দিয়াছ শাস্তি মোরে ;
স্থিরচিত্তে বুঝিলাম ভাবি,
সেও মম মঙ্গলের তরে।

শুক পাখীর প্রতি।

১

কোথা যাও হে বিহঙ্গ সখা !
এ ভাবে চলে'ছ তুমি কোথা ;
দয়া করি দাঁড়াও ক্ষণেক,
শুন মোর গুটি দুই কথা—
কত দেশ কত গিরি নদী, ভ্রমিয়া বেড়াও নিরবধি
তথা যদি দেখ মোর প্রাণের দেবতা ;
সবিনয়ে বলো তারে, জীয়ন্তে র'য়েছি ম'রে,
বুকে ল'য়ে নিত্য তার অদর্শন-ব্যথা ;
চক্রবাকী বিনা থাকে চক্রবাক যথা।

২

কোন দেশে কোথা থাকে সে যে,
জানি না ঠিকানা আমি তার ;
কত স্থান পাগলের মত,
খুঁজিয়া দেখেছি কতবার।
কত পত্র তপ্ত-অশ্রু দিয়া, লিখে'ছি তাহারে উদ্দেশিয়া,
জানি না, পেয়ে'ছে কিনা সে লিপি আমার ;
নিত্য কত হৃদি-তারে, খবর দিতেছি তারে,
তথাপিও না পাইনু কোন সমাচার ;
তাই প্রিয় যাচি আজি করুণা তোমার।

৩

যে দশা দেখিয়া গেলে মোর,
বিস্তারিয়া বলো তার কাছে ;
সে মুখ দেখিব পুনঃ বলে,
এ পরাণ আজিও রয়েছে।
(বরষার আশা পথ চেয়ে, নিদাঘে অশেষ দুঃখ সয়ে,
চাতক পিপাসা চাপি থাকে যথা বেঁচে ;)
জিজ্ঞাসিও তারে সখা, কতদিনে পাব দেখা,
এ দুঃখের কতদিন বাকী আর আছে ;
অথবা কি চিরতরে ছেড়ে' মোরে গেছে।

৪

শুনে' মোর দুঃখের কাহিনী,
প্রাণ যদি নাহি গলে তার ;
আসিবারে নাহি চাহে যদি,
পাষাণীরে বলো পুনর্ব্বার।
এত যে বাসিত ভাল মোরে, সে কি স্বধু দু'দিনের তরে ?
অথবা সে ভালবাসা প্রতারণা তার ;
আমি বুঝি কোন ঋণে, বদ্ধ ছিনু তার স্থানে,
তাই বুঝি এসেছিল শোধ লইবার ;
ভীষণ রাক্ষসী ধ'রে মানব আকার ?

৫

বলো তারে বিনা অপরাধে,
ব্যথা দিলে পরের অন্তরে ;
শতগুণ ব্যথা পে'তে হয়,
নিরপেক্ষ ধর্ম্মের বিচারে।
পড়ে যদি পর-চক্ষে জল, অবশ্য তাহার প্রতিফল
ফলিবে, দু'চারি দিন আগে কিম্বা পরে ;
কষ্ট দিয়া মোর প্রাণে, সে যেন ভাবে না মনে,
সুখে রবে চিরদিন অমর নগরে ;
অবশ্য ইহার শাস্তি ভোগিবে অচিরে।

৬

এ কথার কি দেয় উত্তর,
কোন দেশে কিভাবে সে আছে;
যত শীঘ্র সম্ভবে হে সখা,
ফিরে এসে' বলো মোর কাছে।
নিদর্শন কি কহিব আর, সকলি তোমার মত তার,
আকার আমার মতে ভেদ শুধু আছে;
প্রেমের নিগড়ে বাঁধি, রাখিতাম নিরবধি
চখে চখে, আশঙ্কায় ফাকি দেয় পাছে;
সহসা শিকল কাটি উড়ে' চ'লে গেছে।

পদ্মানদী।

১

বড় অশান্তির বোঝা ল'য়ে শিরে,
এসেছি তোমার শান্তিময় তীরে,
চিন্তা-তুষানল জ্বলিছে অন্তরে,
সুশীতল নীরে নিবাও তারে;
দিনে দিনে বোঝা হইতেছে ভারি,
এভাবেতে আর বহিতে না পারি,
ইচ্ছা হয় তব জলে ডুবে মরি,
নামাও ত্বরায় করুণা ক'রে।

২

দ্বারে দ্বারে কত করেছি ভ্রমণ,
কেহই বোঝেনা দুঃখীর বেদন,
অনাথেরে কেহ করেনা যতন,
না দেয় উত্তর সহস্র ডাকে ;
দেখেনা চাহিয়া নয়নের কোণে,
কত তিরস্কার করে কতজনে,
এত অনাদর সহেনা গো প্রাণে,
আসিয়াছি তাই তোমার দিকে।

৩

যে ভীষণ শেল বিন্ধেছে মরমে,
এ যাতনা আর যাবেনা জনমে,
কত দুঃখ বিধি আমার করমে
লিখিয়াছে, তাহা বুঝিতে নারি ;
যে অনলে আমি নিশিদিন জ্বলি,
সাধ্য নাহি সব প্রকাশিয়া বলি,
পারিতাম যদি, দেখিত সকলি,
দেখাইলে মোর হৃদয় চিরি।

৪

জীবনের সাথী ছিল একজন,
ব্যথার ব্যথিত হৃদয় রতন,
রেখেছিনু সদা করিয়া যতন,
অনাদর কভু করিনি তারে ;
সুখ শান্তি মোর হরিয়া সকলি,
বিনিময়ে দিয়ে দুঃখ কতগুলি,
অভাগারে ফেলি, সেও গেছে চলি,
রহিব একাকী কেমন ক'রে ?

৫

যত কিছু আমি দিয়াছিনু তারে,
ফেলে গেছে সে যে অভিমান ক'রে,
বুঝিতে না পারি কি ভেবে অন্তরে,
সঙ্গে ক'রে মোর নিয়াছে মন ;
চখের আড়ালে গেছে সে চলিয়া,
হৃদয়ের মাঝে তবু কি লাগিয়া,
দগ্ধ স্মৃতি তার র'য়েছে জাগিয়া,
বৃশ্চিকের সম করে দংশন।

৬

তার স্মৃতি তারে করিতে অর্পণ,
ফিরায়ে আনিতে আমার সে মন,
নিশি দিন তার করি অন্বেষণ,
পাঁতি পাঁতি করি সকল ঠাঁই ;
পাগলের মত কত গিরি নদী,
কত দেশ কত গৃহ মাঠ আদি,
আঁখিনীরে ভাসি খুজি নিরবধি,
কোথাও তাহার দেখা না পাই।

৭

কান্তি হেরি তার কনক-লতায়,
কোকিলের স্বর তার স্বর প্রায়,
বদনের শোভা আছে চন্দ্রমায়,
হরিণে নয়ন মেঘেতে কেশ ;
অধরের শোভা কমলের দলে,
মরালেতে গতি নাসা তিল-ফুলে,
আঙ্গুলের শোভা চম্পক মুকুলে,
শিখীতে তাহার সুন্দর বেশ।

৮

আরো কত কিছু হেরি কত তায়,
একাধারে সব দেখিনা কোথায়,
কেন প্রতারণা করে সে আমায়,
বুঝিতে না পারি এ রীতি তার ;
পুনঃ ভাবি মনে দেখা হ'লে পরে,
কিরূপে চাহিব মনপ্রাণ ফিরে,
সেধে যাহা আগে দিয়াছি তাহারে,
কেমনে ফিরিয়া লইব আর ?

৯

কি কহিব পদ্মা—তোমার নিকটে,
থেকে থেকে প্রাণে কত জেগে উঠে,
পাষাণ পরাণ তাতেই না ফাটে,
মনস্তাপে বুঝি গলেনা তাই ;
অগ্নি-শিখা সম প্রতি দীর্ঘ শ্বাসে,
হৃদয় শোণিত যায় যে গো শুষে,
নয়নের জলে দগ্ধ হৃদি ভাসে,
অভাগার ভালে মৃত্যুও নাই।

১০

আসিয়াছি তাই শান্তি লাভ আশে,
যুড়াব পরাণ তোমার পরশে,
মিশাইব শ্বাস তোমার বাতাসে,
তোমার সলিলে নয়ন জল ;
কি কহিছ ও গো কুলু কুলু স্বরে,
বুঝিতে না পারি বহু যত্ন ক'রে,
দেও শান্তি তব শান্তিময় ক্রোড়ে
তাপিতের সাথে করোনা ছল।

নিতুই নূতন।

১

সে ছিল মোর নিতুই নূতন সুখের পারাবার।
ফুলের রেণু চাঁদের আলো, আমি বড় বাসি ভাল,
ভালবাসি নন্দনের সে পারিজাতের হার ;
শান্তি দিতে আমার চিতে, মিশায়ে সব একত্রেতে,
বিধি বুঝি গড়েছিলা তনুখানি তার ;

ঘুরি ফিরি নানাস্থানে, দেখিনা ত এ নয়নে,
এমন ধারা ছাঁচে ঢালা সোণার পুতুল আর ;
বিধুমুখের মধুর কথা, মর্ম্মে মর্ম্মে আছে গাঁথা,
আলো হ'ত ভবন আমার রূপের ছটায় তার,
সে ছিল মোর নিতুই নূতন সুখের পারাবার।

২

সে ছিল মোর নিতুই নূতন সুখের পারাবার।
দিনে রেতে অবিরত, নয়ন ভ'রে দেখ্‌ছি কত,
প্রতিবারেই মনে নিত দেখি নাই যেন আর ;
বস্তা পচা গল্প যত, তাহার মুখে শুন্‌ছি কত,
প্রতিবারেই মনে নিত শুনি নাই যেন আর ;
হাসি মাখা চন্দ্রাননে, চে'ত সদা আমার পানে,
তবু আমার নিত মনে চায় যেন নাই আর ;
এমন নূতন এ জগতে, কে দেখেছে কোন্ বস্তুতে ?
"নূতন পাঁজি", মার্কামারা মলাট শুধু সার ;
সে ছিল মোর নিতুই নূতন সুখের পারাবার।

৩

সে ছিল মোর নিতুই নূতন সুখের পারাবার।
ভাগ্য দোষে আমায় ছাড়ি সে গেছে, তাই কেঁদে মরি,
তাইতে এমন মর্ম্মভেদি করি হাহাকার ;
তাইতে ভাসি নয়ন জলে, লোকে আমায় পাগল বলে,
এমন পাগল এ জগতে ক'জন আছে আর ?

কে দেখে'ছে এমন ধারা, সোণার তরি রত্নে ভরা,
বাতাস বিনা এক মুহূর্ত্তে তল হইতে কার ?
বিনা মেঘে অকস্মাৎ, কার শিরে হয় বজ্রাঘাত,
এক নিমিষে এমন ধারা সর্ব্বনাশ হয় কার ?
সে ছিল মোর নিতুই নূতন সুখের পারাবার।

প্রার্থনা।

পথ ভুলে এসেছিলে নাকি,
গৃহে মোর হে স্বরগ-বালা !
গেলে চলে' দুইদিন খেলে',
সুখময় সংসারের খেলা !
কিম্বা কোন ঋষি-অভিশাপে,
এসেছিলে আমার ভবনে ;
গেলে তাই অভাগারে ফেলে,
স্বর্গধামে শাপ মুক্তি দিনে ?
অথবা কি পূর্ব্ব-পুণ্য হেতু,
স্বর্গ ভোগ লেখা ছিল ভালে ;
এসেছিলে মম গৃহে তাই,
চলে গেলে পুণ্যক্ষয় কালে ?

দয়া ক'রে এসেছিলে যদি,
রহিলে না কেন মোর হ'য়ে ;
আমি ত অযত্ন কোন দিন,
ইচ্ছা ক'রে করি নাই প্রিয়ে !
ধরাধাম ছেড়ে যেতে যদি,
হ'য়ে ছিল বাসনা অন্তরে ;
সঙ্গে ক'রে লইলে না কেন,
অনুগত খেলা সাথীটিরে ?
কত ভালবাসিতে আমায়,
কত যে দিয়াছ উপহার ;
প্রকাশিয়া কহিতে না পারি,
গাঁথা আছে হৃদয়ে আমার।
এনেছিলে সুর লোক হ'তে,
ওষ্ঠে করি অফুরন্ত সুধা ;
নিশি দিন করিয়াছি পান,
যত ইচ্ছা মিটাইয়া ক্ষুধা।
এনেছিলে দেবত্ব মহত্ত্ব,
সুখ শান্তি হৃদয়ে ভরিয়া ;
এনেছিলে আরো কত কিছু,
সযতনে আমার লাগিয়া।
এত ভালবাসিতে যাহারে,
তারে কেন কাঁদাও এমন ?

কি কারণে বুঝিতে না পারি,
কর তুমি হেন আচরণ।
অপরাধ হ'য়ে যদি থাকে,
ক্ষমা কর অনুগত জনে ;
এ ভাবে থেকো না ভুলে আর ;
দেখা দিয়া বাঁচাও পরাণে।

অলীক কথা।

১

কে বলে সে ছেড়ে গেছে চিরতরে মোরে ?
ফল্গুর সলিল প্রায়, বাহিরে বোঝা না যায়,
নিশি দিন বহিতেছে অন্তরে অন্তরে,
ফুলের সৌরভ সম, অদৃশ্যে সর্ব্বাঙ্গ মম,
সে যেন ছায়ার মত রহিয়াছে জুড়ে ;
তার নাম সুধা মাখা, হৃদয়ে রয়েছে লেখা,
তেমনি উজ্জ্বল ভাবে সুবর্ণ অক্ষরে।
জিনিয়া পাপিয়া তান, তাহার প্রেমের গান
আজি ও জাগিছে প্রাণে সুমধুর স্বরে ,
কে বলে সে ছেড়ে গেছে চিরতরে মোরে ?

২

কে বলে সে ভু'লে গেছে ভালবাসা যত ?
শত দোষী আমি ব'লে　সম্ভবে কি কোন কালে,
তেমন সরল প্রাণে নিষ্ঠুরতা এত ?
কে দেখেছে হেন রীতি,　ক্ষুধার্ত্ত চকোর প্রতি,
সুধা দানে শশধরে হইতে বিরত ?
হেরিলে মলিন মুখ,　যাহার ফাটিত বুক,
দাসী সমা যে রমণী সেবিত সতত ;
কণ্টক ফুটিলে পায়,　দশনে তুলিত তায়,
মঙ্গল মানসে কত করিয়াছে ব্রত ;
কে বলে সে ভু'লে গেছে ভালবাসা যত ?

৩

কে বলে প্রিয়ারে মোর নির্ম্মম পাষাণ ?
এত স্নেহ এত মায়া,　এত ভক্তি এত দয়া,
অসম্ভব একাধারে পেয়ে ছিল স্থান।
অতিথি আসিলে ঘরে,　সেবিত যতনে তারে,
হেরিলে দুঃখীর দুঃখ কাঁদিত পরাণ ;
কত পশু কত পাখী,　পোষিত সে বিধুমুখী,
আদর সোহাগ কত স্নেহ করি দান।
ভক্তি সহ দেবগণে,　পূজিত সে কায়মনে,
গুরু জনে যথা যোগ্য করিত সম্মান ;
কে বলে প্রিয়ারে মোর নির্ম্মম পাষাণ ?

৪

যে যা বলে ক্ষতি নাই বলুক তাহায়।
উজ্জ্বল সূর্য্যের আলো, পেচকে বাসে না ভাল,
তাতে আর ভাস্করের কিবা আসে যায় ?
বোঝে না অবোধ লোকে, তাই তারা দোষে তাকে,
তাই ভাবে ছেড়ে' গেছে প্রেয়সী আমায় ;
সুদৃঢ় প্রেমের বেড়ী, কাটিতে কি সাধ্য তারি,
বড়ই কঠিন বাঁধ আত্মায় আত্মায়
সাকার আছিল আগে, এবে মোর হৃদে জাগে,
ধ্যানে গড়া নিরাকার প্রতিমার প্রায় ;
যে যা বলে ক্ষতি নাই বলুক তাহায়।

ধারণা।

১

ভাবিয়া বুঝেছি সার,
দুঃখে ভরা এ সংসার,
বিধাতার চখে কভু অতি সুখ সয়না ;
নর-নেত্র মুগ্ধ কর,
সুধামাখা শশধর,
ষোল কলা পূর্ণ হ'য়ে দুইদিন রয়না।

সুখের বসন্ত কাল,
নাহি রহে চিরকাল,
কোকিল মধুর স্বরে বারমাস গায় না ;
সুগন্ধ মাখিয়া গায়,
মৃদুল মলয় বায়,
শীতলিয়া মনপ্রাণ চিরদিন বয়না ;
জোয়ারের জল কভু সমভাবে রয়না।

২

প্রেমিক প্রেমিকা কত,
গড়িতেছে অবিরত,
প্রণয়-সুখের স্বর্গ প্রাণ পণ করিয়া ;
না পূরিতে মনস্কাম,
বিধাতা হইয়া বাম,
হানিয়া বিচ্ছেদ বজ্র দিতেছে তা ভাঙ্গিয়া।
মায়ের কোলের ছেলে,
কাড়িয়া নিতেছে বলে,
রাজার রাজত্ব কত লইতেছে হরিয়া ;
যেখানে দেখিছে সুখ,
পাঠায়ে দিতেছে দুঃখ,
আঁখিনীরে কত হাসি যাইতেছে ভাসিয়া ;
মরিতেছে নিত্য কত চিন্তানলে পুড়িয়া।

৩

সুখাসনে সমাসীন,
আছিলাম কোন দিন,
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম আমিও এ জগতে,
ফুল্ল চারু "সরোজিনী,"
ছিল মোর প্রণয়িনী,
সুশীলা সরলা সতী অতুলিতা মহীতে ;
দুঃখের কুয়াসা আসি,
আমারে ফেলিল গ্রাসি,
শুকাইল কমলিনী মৃত্যু-হিম সম্পাতে ;
হেরিয়া আমার সুখ,
ফাটিল বিধির বুক,
পাঠাইয়া দিল দুঃখ সাধ নাহি মিটিতে ;
অতি কিছু ভাল নয় বুঝিলাম ভাবেতে।

ভিখারী।

কে আছ গো গৃহস্থ সুজন,
দয়া ক'রে ভিক্ষা দেও মোরে ;
কৃপা-নেত্রে দেখ বাহিরিয়া,
কাঙ্গাল দাঁড়ায়ে আছে দ্বারে।

চাহি না তণ্ডুল আদি কিছু,
অর্থে মোর নাহি প্রয়োজন ;
অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা আমার,
আমি এক ভিখারী নূতন।
ছিনু আগে রাজ রাজেশ্বর,
পরশরতন-অধিকারী ;
কি কহিব অদৃষ্টের দোষে,
সে রত্ন গিয়াছে মোর চুরি।
রাখিতাম নিশিদিন তারে,
চখে চখে করিয়া যতন ;
পাইয়া পলেক অবসর,
হরে' নিল দুরন্ত শমন।
কত যে বেসেছি ভাল তারে,
প্রকাশিয়া কহিতে না পারি ;
সেও ভাল বাসিত আমারে,
সে আমার, আমি ছিনু তারি।
এখনও ভালবাসি তারে,
পাই না তাহার ভালবাসা ;
নিশি দিন প্রাণে জাগে তাই,
আশাহীন অতৃপ্ত লালসা।
একবিন্দু ভালবাসা লাগি,
দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই ;

ভালবাসা ভিক্ষা করি আমি,
ভিক্ষা দেও ঘরে ফিরে যাই।
শুন ওগো গৃহবাসীগণ!
ভিখারীরে দিও না ফিরা'য়ে;
হাসিমুখে করহ বিদায়,
একবিন্দু ভালবাসা দিয়ে।

ভুল।

সুতিকা ষষ্ঠীর রেতে, অভাগার অদৃষ্টেতে,
লিখিতে বিধাতা বড় করেছিল ভুল;
আজীবন দুঃখ লিখে, বুঝিবা ঘুমের ঝোকে,
লিখেছিল দু'দিনের ঐশ্বর্য্য অতুল!
তাই ত আবাসে ব'সে, পেয়েছিনু অনায়াসে,
সে দুর্ল্লভ নন্দনের পারিজাত ফুল;
তাই সে স্বর্গের শশী, আমার কুটিরে আসি,
ঢালিত স্বর্গীয় সুধা হ'য়ে অনুকূল।
অকস্মাৎ রাহু আসি, সে শশী ফেলিল গ্রাসি,
দানবে তুলিয়া নিল সে সুচারু ফুল;
স্বপ্নের ঐশ্বর্য্য প্রায়, সকলি ফুরা'ল হায়,
দগ্ধ-স্মৃতি আছে তার জুড়ি হৃদি মূল;
ভীষণ দাহনে তার হ'য়েছি আকুল।

২

অন্ধকারে চির দিন, যে জন রহিবে লীন,
কে তারে দেখায় আলো দু'দিনের তরে ?
এত দয়া কার প্রাণে, দগ্ধ যেই হুতাশনে
সুশীতল ঢালে জল শীতলিতে তারে ?
একি ব্যঙ্গ বিধাতার, অর্পিয়া রাজত্ব ভার,
কেড়ে লয় পুনর্ব্বার দুই দিন পরে ;
শাক ভাত খাইবারে, জন্মেছে যে এ সংসারে,
কি ফল দুধের স্বাদ বুঝাইয়া তারে ?
বাড়াইতে অন্ধকার, পথিকেরে কেন আর,
দেখান বিদ্যুৎশিখা ক্ষণেকের তরে ?
সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া তায়, কোন মূঢ় পুনরায়,
লবণ মাখিয়া দেয় রঙ্গ দেখিবারে ?
হায় কি বিষম ভুল বিধির বিচারে।

৩

পথের ভিখারী বেশে, ভ্রমিতাম দেশে দেশে,
দারুণ দুঃখের বোঝা লইয়া মাথায় ;
অযত্নে পথের ধারে, মাণিক আছিল প'ড়ে,
অনায়াসে পেয়েছিনু কুড়াইয়া তায়।
দুইটি দিনের জন্য, ঘুচেছিল দুঃখ দৈন্য,
ভেসেছিল প্রাণ মন সুখের বন্যায় ;

ভাটা আসি ত্বরা করি, শুষিল সে সুখ-বারি,
ঠেকিল জীবন তরি দুঃখের চড়ায়।
গৃহেতে পশিয়া চোর, কুড়ান মাণিক মোর,
মুহূর্ত্তে হরিয়া নিল যাদুকর প্রায়;
যা ছিলাম আছি তাই, এতে মোর কষ্ট নাই,
ভুলের কারণে শুধু নিন্দি বিধাতায়;
দু'দিনের আলো কেন দেখাল আমায়?

বন্ধুগণের প্রতি।

১

দূর দূর দূর।
ব'লো না অমন কথা, শুনে বড় পাই ব্যথা,
সিংহের আসনে কিরে বসাব কুকুর?
যদিও অদৃষ্ট ফেরে, অসময়ে মৃত্যু-নীরে,
অযতনে বিসর্জ্জন দিয়াছি ঠাকুর;
পবিত্র মণ্ডপে তার, কাহারে বসাব আর?
হৃদয় আসন ভেঙ্গে ক'রে দিব চূর।
যে সাপে দংশেছে মোরে, সে বিনা পারে কি পরে,
অসীম প্রাণের জ্বালা করিবারে দূর?
দেবতার স্থানে আর এনো না অসুর।

২

শুন দিয়া মন ;

পিপাসায় প্রাণ যায়, তথাপিও নাহি খায়,
চাতক নদীর জল ভ্রমেও কখন।
শুষ্ককণ্ঠে রুক্ষ বেশে, নবীন নীরদ আশে,
চেয়ে থাকে আকাশের পানে অনুক্ষণ ;
তবে কেন কহ নিতি, বিসর্জ্জিতে তার স্মৃতি,
দুধের অভাব ঘোলে করিতে মোচন ?
যদিও সে গেছে ছাড়ি, তথাপি ভুলিতে নারি,
প্রেমের বন্ধনে বাঁধা ছিনু দুই জন ;
খুলিবে না সে বাঁধন থাকিতে জীবন।

৩

শুন বন্ধুগণ !

সে ছিল অসীম সিন্ধু, সামান্য শিশির বিন্দু,
পারে কি অভাব তার করিতে পূরণ ?
জাহ্নবী অভাবে হায়, দেখেছ কোথায় কায়,
কর্ম্মনাশা নীরে করে তৃষ্ণা নিবারণ ?
পূর্ণিমার পূর্ণশশী, গ্রাসিয়াছে রাহু আসি,
কি করিবে খদ্যোতের ক্ষণিক কিরণ ?
সুখের রজনী মোর, অকালে হয়েছে ভোর,
ভেঙ্গে গেছে চিরতরে শান্তির স্বপন ;
আর কেন কর সবে বৃথা আকিঞ্চন ?

প্রবাস যাত্রা।

১

কি ভাবে বা এসেছিনু কি ভাবে বা যাই।
হাসিমুখে কুতূহলে, এসেছি আসার কালে,
কত আশা ল'য়ে প্রাণে, মনে ভাবি তাই ;
দু'দিন না যেতে যেতে দুর্ভাগ্য অশনি পাতে,
সে কল্পনা-স্বর্গ মোর পুড়ে হ'ল ছাই ;
যা ছিল আমার বলি, শ্মশানে দিয়াছি ডালি.
আঁখিনীরে ভেসে আজি দূর দেশে যাই ;
এত কি করেছি পাপ, কেন হেন মনস্তাপ,
এ যাতনা প্রকাশের ভাষা বুঝি নাই ;
কি ভাবে বা এসেছিনু কি ভাবে বা যাই।

২

কি ভাবে বা এসেছিনু কি ভাবে বা যাই।
সুচারু সুধার খনি, ছিল সেই মুখ খানি,
এত খুজি তবু তার উপমা না পাই ;
তেমন সরল হাসি, তেমন লাবণ্য রাশি
তেমন কিছুই বুঝি এ জগতে নাই ;

হায়রে কেমন ক'রে, সে আমারে গেল ছেড়ে
কাটিয়া প্রেমের বেড়ী, মনে ভাবি তাই ;
এত দয়া যার প্রাণে, বুঝিনা সে কি কারণে,
ছেড়ে গেল অতি প্রিয় পিতা মাতা ভাই ;
কি ভাবে বা এসেছিনু কি ভাবে বা যাই।

৩

কি ভাবে বা এসেছিনু কি ভাবে বা যাই।
বড় ব্যথা জাগে প্রাণে, পূরব সুকৃতি গুণে,
পাইয়া তেমন রত্ন যত্ন করি নাই !
হারাইয়া আজি তারে, ভাসি সদা আঁখিনীরে,
পথের কাঙ্গাল সম ঘুরিয়া বেড়াই ;
দিন যায় দিন আসে, আমার অদৃষ্ট দোষে,
আজিও যে আসে না সে, ভাবি সদা তাই ;
কোথা যাই কি যে করি, কিছুই বুঝিতে নারি,
এ দগ্ধ প্রাণের জ্বালা কেমনে জুড়াই ;
কি ভাবে বা এসেছিনু কি ভাবে বা যাই ·



প্রবোধ।

কেন কাঁদি আর, কে ছিল আমার,
অনিত্য অসার ভবে ;
আজি কিম্বা কালি, মরিবে সকলি,
আমাকেও যেতে হবে।
জন্মিলে মরণ, না হয় খণ্ডন,
মরিলে না আসে ফিরি ;
দু'দিনের তরে, বৃথা জীব মরে,
আমার আমার করি।
পুত্র পরিবার, কেহ নহে কার,
সকলি মায়ার খেলা ;
ধন রত্ন বাড়ী, সব রবে পড়ি,
স্বদেশে যাবার বেলা।
বিধির বিচারে, এসে দ্বীপান্তরে,
কুকর্ম্মে রয়েছি রত ;
ষড় রিপু তায়, ভুজঙ্গেরি প্রায়,
দংশিতেছে অবিরত।
আশা-তুষানলে, প্রাণ সদা জ্বলে,
পায়েতে মায়ার বেড়ী ;
কি করি উপায়, এ যাতনা হায়,
আর না সহিতে পারি।

মৰ্ম্ম বেদনায়, পাগলেরি প্রায়,
বসি সদা নিরজনে ;
কতদিনে আর, পাইব নিস্তার,
ভাবি তাই মনে মনে।
যে গেছে সে গেছে, তার তরে মিছে,
কাঁদিয়া কি ফল আর,
আঁখিনীরে যদি, সৃষ্টি করি নদী,
দেখা না পাইব তার।
দরিদ্র কি ধনী, যোগী ঋষি মুনি,
সবারি মরিতে হবে ;
বুঝিতে না পারি, বৃথা তারে স্মরি,
আমি কেন কাঁদি তবে।
পথিকের মত, দুই দিন সে ত,
আছিল আমার কাছে ;
কার্য্য সিদ্ধি করি, সে গিয়াছে বাড়ী,
তার তরে শোক মিছে।
মায়া সৰ্ব্বনাশী, গলে দিয়া ফাঁসি,
রেখেছে সংসার ঘোরে,
রাক্ষসীর ছলে, সব যাই ভুলে.
হে প্রভো ! তরাও মোরে

———

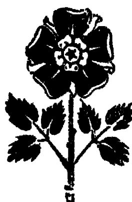
সমাপ্ত।

১

স্বর্গ হ'তে কৃপানেত্রে ফিরে চাও প্রিয়ে!
লহ মোর সমাপ্তের শেষ অশ্রুকণা;
সুদীর্ঘ বৎসর আছি ছাড়া ছাড়ি হ'য়ে,
দেখা দেও ক্ষণ তরে করিয়া করুণা।
চাহিনা অপর কিছু, জনমের শোধ;
রাখ এই অভাগার শেষ অনুরোধ।

২

সাধ্য যদি থাকে তবে পূরাও বাসনা.
অথবা অসাধ্য যদি বল প্রকাশিয়া;
মুছি অশ্রু ভুলি শোক পাসরি যন্ত্রণা,
পড়ে'থাকি পোড়া প্রাণে পাষাণ চাপিয়া।
এ ঘোর সংশয়ে মোরে রাখিও না আর;
ব'লে দেও শেষ কথা, যা ইচ্ছা তোমার।



(শান্তি ।)

নিয়তি ।*

১

নিয়তি ! কে তুমি তাহা বুঝিতে না পারি,
কার বরে এত শক্তি করিলে সঞ্চয় ?
এত যত্ন পরিশ্রম এত চেষ্টা করি,
মানব হতেছে যুদ্ধে নিত্য পরাজয় ।
তুমি হ'য়ে প্রতিকূল কষ্ট দেও যারে :
কি সাধ্য পুরুষকার রক্ষা করে তারে ?

২

লিখেছে বিধাতা যাহা ভাগ্য-চিত্র পটে,
তুমি সেই আলেখ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ;
সুখ দুঃখ মানবের নিত্য যাহা ঘটে,
তোমার বিধান তাহা, বুঝিলাম ভাবি ।
দয়া মায়া স্নেহহীন তোমার পরাণ ;
নন্দন কানন কত করিছ শ্মশান ।

---

* কোন একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের দুর্দ্দশা দৃষ্টে লিখিত ।

দিতেছ ইন্দ্রের রাজ্য অসুরে সঁপিয়া,
নিতেছ কাড়িয়া কারো নয়নের মণি ;
কেহবা হাসিছে সুখে, কেহবা কাঁদিয়া,
কাটাইছে বহু কষ্টে দিবস রজনী।
পাহাড় করিছ চূর্ণ শুষিছ সাগর ;
ভিখারীকে করিতেছ রাজরাজেশ্বর।

৪

শৈশবে দেখেছি যারে জমিদার বাড়ী,
চারুবেশ, স্বর্ণকান্তি, স্থূল কলেবর ;
ছিল সে যে সদরের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী,
শত ডাকে অহঙ্কারে দিত না উত্তর।
এবে পরা ছিন্ন বস্ত্র ভিক্ষাপাত্র করে ;
ভিক্ষা হেতু বসে' থাকে জাহ্নবীর তীরে।

৫

চাহিলে তাহার পানে ফেটে যায় প্রাণ,
একে বৃদ্ধ, তাহে পুনঃ পুত্র কন্যা হীন ;
ভাবনা-ভুজঙ্গ-বিষে সদা ম্রিয়মাণ,
স্মরিয়া সৌভাগ্য পূর্ণ অতীতের দিন।
থাকুক অন্যের কথা, আত্ম কথা কই ;
কি ছিলাম, কি করেছ, আরো বা কি হই

৬

পাষাণ মূরতি অই গিরি-গাত্র হ'তে,
বহে কত স্নেহ রস স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী ;
দয়া মায়া একবিন্দু নাহি তব চিতে,
কি ব'লে তোমারে আর বলিব পাষাণী ?
বজ্র গড়ি বিশ্বকর্ম্মা দধীচির হাড়ে,
অবশিষ্ট দিয়া বুঝি গড়েছে তোমারে।

৭

যত যত্ন যত চেষ্টা নিত্য আমি করি,
পদাঘাতে তুমি কর চূর্ণ সমুদয় ;
আর এ দুঃখের বোঝা বহিতে না পারি,
আর না সহিতে পারি হেন পরাজয়।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ললাট চিরিয়া ;
কি লিখেছে ভাগ্যে বিধি, দেখি তা পড়িয়া।



অপূর্ব্ব দর্শন।

১

আহা! কি দেখিনু চেয়ে;
মানস-মোহিনী মূর্ত্তি মুখ ধু'তে যে'য়ে।
বৈশাখে প্রভাত কালে,
পবিত্র জাহ্নবী জলে,
প্রাতঃ স্নানে আসিয়াছে রাঙ্গা এক মেয়ে;
জিনিয়া মুকুতা দল,
ফোটা ফোটা পড়ে জল,
আজানু লম্বিত তার কেশ বে'য়ে বে'য়ে;
আর্দ্র দেহ আর্দ্র বাস,
হইতেছে সুপ্রকাশ
অঙ্গের লাবণ্য রাশি, নয়ন রঞ্জিয়ে;
গঙ্গার জোয়ার প্রায়,
রূপসীর সারা গায়,
যৌবন জোয়ার যেন গিয়াছে ভাসিয়ে;
সহসা হেরিলে তারে,
মনে লয় গঙ্গাতীরে,
কুসুমের স্তূপ বুঝি রেখেছে রচিয়ে;

অথবা চন্দ্রমা জিনি,
এ চারু প্রতিমা খানি,
সারানিশি ভক্তি ভরে অর্চ্চনা করিয়ে ;
কে যেন গিয়াছে সন্থ বিসর্জ্জন দিয়ে।

২

আহা! কি দেখিনু চে'য়ে ;
গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া রাঙ্গা এক মেয়ে
উষা বুঝি স্বর্গ ত্যজি,
ধরায় এসেছে আজি,
অথবা অপ্সরী কোন এসেছে নামিয়ে ;
কিম্বা বুঝি আজি মোর,
ভাঙ্গে নাই ঘুম-ঘোর,
দেখিছি অদ্ভুত স্বপ্ন জাগিয়ে জাগিয়ে ;
আহা! আহা! মরি! মরি!
এমন স্বর্গের পরী,
কে এনেছে মর-ভূমে কিসের লাগিয়ে ?
পরাণ ফাটিয়া যায়,
রাহু-গ্রস্ত শশী প্রায়,
এ অপূর্ব্ব সুন্দরীর বৈধব্য হেরিয়ে ;
বদন কালিমা মাখা,
রবি যেন মেঘে ঢাকা,
রমণী র'য়েছে যেন জীয়ন্তে মরিয়ে ;

এত কি করেছে পাপ,
কে দিয়াছে অভিশাপ,
এমন কুসুমে কীট কে দিল পূরিয়ে ?
কে দিল এ সুধা স্রোতে বিষ মিশাইয়ে ?

বিদায়।

১

জননি গো! ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও মোরে,
স্নেহের বন্ধনে বাঁধি রাখিও না আর;
তোমার অলঙ্ঘ্য দৃঢ় মায়া-কারাগারে,
আর না থাকিতে চাহে পরাণ আমার।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বিহঙ্গের বেশে;
যথা ইচ্ছা উ'ড়ে যাই মনের উল্লাসে।

২

নিত্য আমি অপরাধ করি কত শত,
নিত্য তুমি ক্ষমা কর আপনার গুণে;
সংসারের ঝঞ্ঝা বৃষ্টি সহিছ সতত,
বিশাল হিমাদ্রি সম অম্লান বদনে।
দুগ্ধপোষ্য শিশু সম রাখিয়াছ মোরে;
স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি সাবধান ক'রে।

৩

এ পাতকী নরাধম অকৃতজ্ঞ হ'তে,
তোমার অসীম দুঃখ হইল না দূর ;
তবু কেন বৃথা আশা পোষ পুনঃ চিতে,
আর কেন ? কেটে দেও মমতার ডোর।
পাখী সম যথা ইচ্ছা যাই আমি চ'লে ;
কি ফল ঢালিয়া জল মৃত তরুমূলে ?

উপদেশ।*

১

হে ধনিন্! বৃথা গর্ব্ব কর পরিহার ;
ভাবনা কি মনে মনে, যে অসার ধনে জনে,
পরিপূর্ণ আছে তব সাধের ভাণ্ডার
যাহার মোহতে পড়ি, মনুষ্যত্ব পরিহরি,
প্রাণে পোষ হিংসা দ্বেষ গর্ব্ব অহঙ্কার ;
মুহূর্ত্ত না যেতে যেতে, দুর্ভাগ্য অশনি পাতে
চূর্ণ হ'তে পারে সেই ঐশ্বর্য্য পাহাড় ;
চঞ্চলা কমলা নহে চির বাঁধা কার।

---

* কোন গর্ব্বিত ধনীর প্রতি।

২

মায়া মোহে প্রপূরিত অসার সংসারে ;
সঙ্গে ল'য়ে রিপুগণে, বৃথা সুখ অন্বেষণে,
এসেছ পথিক প্রায় দু'দিনের তরে ;
যে ভাবে এসেছ ভবে, সেই ভাবে যেতে হবে,
সাধের সম্পদ আর পরিজন ছেড়ে ;
এই যার পরিণাম, তার তরে অবিরাম,
কেন বৃথা ডুবে আছ অহঙ্কার-নীরে ;
স্নেহ পুণ্য দয়া মায়া সরলতা ছেড়ে ?

৩

ঐশ্বর্য্য মদিরা পানে মত্ত হ'য়ে আর ;
চাটুবাক্য শুনি কাণে, ভাবিও না মনে মনে,
তোমার সুযশঃ সবে গাহে অনিবার ;
তোমা হ'তে ধনে, জনে, দানে, মানে, জ্ঞানে, গুণে,
আছে বড় কত জন, সঙ্খ্যা নাহি তার ;
খাইয়া তোমার অন্ন, তোমার অহিত জন্য,
করে তব তোষামোদ যত চাটুকার ;
সে নীচ সংসর্গ সদা কর পরিহার।

৪

বর্ণ শ্রেষ্ঠ ভূ-দেবতা ব্রাহ্মণ নিচয় ;
স্বর্গীয় সোপান জ্ঞানে, যে পাদ-উদক পানে,
চরিতার্থ জগতের জীব সমুদয় ;
আস যাও যত বার, তাঁহারা ও তত বার,
তোমার সম্মান হেতু দাঁড়াইয়া রয় ;
কাছে গেলে কার্য্য তরে, বসিতে না বল কারে,
দাঁড়াইয়া থাকে তারা বন্দি যথা রয় ;
কেবা প্রভু কেবা ভৃত্য, মনের বিকার মাত্র,
অনিত্য এ সংসারের পদার্থ নিচয় ;
ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে করে, অইযে দাঁড়ায়ে দ্বারে
র'য়েছে ভিখারী, তুমি জানিও নিশ্চয় ;
ওর সাথে হ'তে পারে ভাগ্য বিনিময়।

৫

অনাথেরে কর দয়া দীনে কর দান ;
দেব দ্বিজে কর ভক্তি, যাহাতে পাইবে মুক্তি,
গুরুজনে কায় মনে করিও সম্মান ;
পুত্রসম প্রজাগণে, পালিও হে সযতনে,
যাদের প্রদত্ত অর্থে তুমি ভাগ্যবান্ ;
ঘুচাইতে দুঃখ দৈন্য, সে অর্থ তাদেরি জন্য,
ব্যয় হেতু হিন্দু শাস্ত্রে র'য়েছে বিধান ;

রক্ষক হইয়া তার, ভক্ষক হ'য়োনা আর,
আশ্রিতে করিও যত্নে আশ্রয় প্রদান ;
তা হ'লে পাইবা শান্তি. ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি,
হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, করিবে প্রস্থান ;
গাইবে সুজনে মিলি তব যশোগান।

অভিযোগ।

সংসারের এ কেমন রীতি,
বিধাতার একি অবিচার ;
নিশি দিন দুর্ব্বলের প্রতি,
প্রবলে করিছে অত্যাচার।
ধনীর ভাণ্ডার ভরা ধন,
নাহি কিছু অভাব তাহার ;
দরিদ্রের সর্ব্বস্বের প্রতি,
তবু কেন শ্যেন-দৃষ্টি তার ?
এত হিংসা এত দ্বেষ কেন,
কেন এত নির্দ্দয় পীড়ন ;
ভাগ্যহীন কাঙ্গালের ভালে,
কে লিখেছে হেন বিড়ম্বন ?

ধনীও ত মানব আকৃতি,
আছে তাতে মানুষের প্রাণ ;
তবে কেন কাঙ্গালের প্রতি,
হানে তীক্ষ্ণ কটুবাক্য-বাণ ?
শ্রান্ত হ'লে তপনের তাপে,
বসে পান্থ বটের ছায়াতে ;
পত্র হীন শিমূলের তলে,
সে কি যায় বিশ্রাম লভিতে ?
অতুল ঐশ্বর্য্য মদে মাতি,
এ কথা ভাবে না কভু মনে ;
আসিলে আশ্রয় লাগি কেহ,
ফিরিয়া চাহে না তার পানে।
যার তরে এত প্রতারণা,
যার তরে এত অত্যাচার ;
যার তরে অহঙ্কার এত,
সে অর্থ কি সঙ্গে যাবে তার ?
ঐশ্বর্য্যের মাদকতা গুণে,
সুমতি পলা'য়ে যায় দূরে ;
সকলি বুঝিতে পারে পুনঃ,
এ নেশা ছুটিয়া গেলে পরে।
বাসনার পরিতৃপ্তি হেতু,
কত অর্থ কতভাবে যায় ;

ভিখারীকে মুষ্টি ভিক্ষা দিতে,
বজ্র পড়ে ধনীর মাথায়।
প্রবলের ঘোর অত্যাচারে,
অনাথের তপ্ত আঁখিনীরে;
কাঙ্গালের করুণ ক্রন্দনে,
ধরা বুঝি যায় ছারে খারে।
হে ঈশ্বর! মানব-মনের,
দূর কর হিংসা দ্বেষ আদি;
একমন একপ্রাণ হ'য়ে,
আনন্দে রহুক নিরবধি।
সমভাবে সকলের প্রাণে,
সুখ শান্তি করহে প্রদান;
গাইবে সকলে মিলি তবে,
তোমার অনন্ত গুণগান।
জগতের পিতা তুমি প্রভো!
সকলেই তনয় তোমার;
কারে কোলে, কারে পদতলে,
এ তব কেমন ব্যবহার?

সংশয়।

১

চিনিতে না পারিনু রমণী।
পাপিণী কি পুণ্য-মতি, নিষ্ঠুরা কি মায়াবতী,
সরলা, অথবা ক্রূরা সাপিনী রূপিণী;
প্রেমিকা কি অপ্রেমিকা নারী,
কিছুই বুঝিতে আমি নারি,
দয়ার আকর, কিম্বা নির্দ্দয় পাষাণী;
কথাগুলি সুধা ধারা, অথবা গরলে ভরা,
নয়ন কমল, কিম্বা ভীষণ অশনি;
কুসুম কোরক দিয়া বিধি,
গড়ে'ছে কি নারী সুধানিধি,
অথবা লৌহেতে গড়া ব্রহ্মাস্ত্র রূপিণী;
এ বড় দুজ্জ্ঞেয় হায়, কিছুই বোঝা না যায়,
কুহকে করে'ছে মুগ্ধ কুহকী কামিনী;
কোনরূপে চিনিতে না পারিনু রমণী।

২

চিনিতে না পারিনু রমণী।
কি ছাঁচে কি উপাদানে, কি মহান্ প্রয়োজনে,
বুঝি না, গড়ে'ছে বিধি হেন কুহকিনী;

দয়া, মায়া, স্নেহ, ভক্তি, ভয়,
একাধারে হেরি সমুদয়,
শিশু কোলে হেরি কভু মাতৃ স্বরূপিণী ;
মুমূর্ষু রোগীর পাশে, স্বর্গীয়া দেবীর বেশে,
দেখিয়াছি করুণার স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী ;
আবার পিশাচী সাজে তারে,
দেখেছি নিযুক্তা ব্যভিচারে,
দেখেছি দানবী মূর্ত্তি জীবন ঘাতিনী ;
হিংসা দ্বেষ, কুটিলতা, মরমে দেখেছি গাঁথা,
সংসারের কর্ম্মনাশা পাপ প্রবাহিণী ;
কোনরূপে চিনিতে না পারিনু রমণী।

দৃঢ়তা।

সুদীর্ঘ বরষ, গত হ'য়ে গেল,
নিবে গেল আশা-বাতি ;
অদৃষ্টের দোষে, পোহালনা আর,
আমার দুঃখের রাতি।
নয়নের জল, শুকাবে না আর,
বহিবে এমনি ভাবে ;
তুষের অনল, স্মৃতি সর্ব্বনাশী,
হৃদয়ে জাগিয়া রবে।

চিন্তা-বিষধর, দংশিবে সতত,
বহিবে দীরঘ শ্বাস ;
বিষের জ্বালায়, জ্বলিয়া পুড়িয়া,
জীবন হইবে নাশ।
তাই হৌক তবে, ভাবিয়া কি ফল,
খেলার পুতুল আমি ;
তাই খেলাইব, যে খেলা খেলিবে,
ঈশ্বর জগত-স্বামী।
সুখ-উপহার, ল'য়েছি যেমন,
হাসিমুখে পাতি শির ;
তাঁর দেওয়া দুঃখ, সহিব তেমনি,
হৃদয় করিয়া স্থির।
আর কভু আমি, না হব কাতর,
দারুণ দুঃখের ঘায় ;
অম্লান বদনে, সহিব সকল,
সুদৃঢ় পাষাণ প্রায়।
ওহে জগদীশ ! বল দেও বুকে,
সাহস দুর্ব্বল প্রাণে ;
মায়া মোহ ত্যজি, মতি যেন রহে,
তোমার চরণ ধ্যানে।

কটুকথা ।

১

বজ্র হ'তে কটুকথা বড়ই ভীষণ,
বজ্রাঘাতে একেবারে মরে প্রাণীগণ ;
কটুকথা বিন্ধে যার মরমেতে গিয়া,
নাশ করে প্রাণ তার রহিয়া রহিয়া ।

২

সর্প শুধু খল নহে বিষ নাই তাতে,
তা হ'তে অধিক খল মানব জগতে ;
হানে যবে বিষে ভরা কটুকথা বাণ,
অমনি ঢলিয়া পড়ে লক্ষিতের প্রাণ ।

৩

বৃশ্চিক আসিয়া যদি দংশে মোর প্রাণে,
সহিবারে পারি তাহা অম্লান বদনে ;
অনিদ্রায় অনশনে রহিবারে পারি,
তথাপিও কটুকথা সহিবারে নারি ।

৪

কেশরী ভল্লুক ব্যাঘ্র ভুজঙ্গাদি হ'তে,
কটুকথা করি ভয় সহস্র গুণেতে ;
গড়েছে ইন্দ্রের বজ্র দধীচির হাড়ে,
কি দিয়ে গড়েছে বল কটুকথা তোরে ?

বনফুল।

১

কে সৃজিল বনফুল বলনা তোমায়?
এমন লাবণ্য রাশি, এমন মধুর হাসি,
এমন স্বর্গীয় ঘ্রাণ পেয়েছ কোথায়?
মিটাতে অলির ক্ষুধা, জিনিয়া চাঁদের সুধা,
কে দিয়াছে পরিমল তোমার হিয়ায়?
নিন্দিয়া নবনী আদি যত,
কে দিলগো কোমলতা এত,
এভাবে র'য়েছ রত কাহার পূজায়?
ভেঙ্গে বল বনফুল! সুধাই তোমায়।

২

নির্জ্জন কাননে থাক অভিশাপে কার?
অমন রূপের ডালি, আনন্দে র'য়েছ খুলি,
ভুলাইতে মনঃপ্রাণ কোন অভাগার?
সদ্যস্নাত নারী প্রায়, শিশির মাখিয়া গায়,
প্রভাতে প্রফুল্ল থাক অপেক্ষায় কার?
ও অপূর্ব্ব মধুর মাধুরী,
মধ্যাহ্নে মলিন কেন হেরি,
সায়াহ্নে ঢলিয়া পড় বিরহে কাহার?
নিত্য দেয় হেন দাগা কোন দুরাচার?

৩

কি মানসে বিশ্বস্রষ্টা স্বজেছে তোমায় ?
ওঠ না বিলাসী গলে, তোষ না বালক দলে,
লাগ না পবিত্র অতি দেবতা পূজায় ;
অমন যৌবন হায়, বিফলে বহিয়া যায়,
কৃপণের কষ্টকৃত অর্থ রাশি প্রায় ;
তোমার দুর্দ্দশা নিরখিয়া,
নিশি দিন কাঁদে মোর হিয়া,
মনে লয় প্রাণ দিয়া করি সদুপায় ;
যাহাতে চিত্তের জ্বালা দূরে তব যায়।

৪

না-না-না বুঝিতে মোর হইয়াছে ভুল ;
প্রকৃতি মায়ের কোলে, ফু'টে থাক কুতূহলে,
প্রকাশিয়া ঈশ্বরের মহত্ব অতুল ;
মানব কলুষ করে, পরশ না করে তোরে,
পুণ্যের আলোকে তব দীপ্ত হৃদিমূল ;
নিশি দিন হেন লয় মনে,
তোর মত থাকি নিরজনে,
সংসার-বাসনা-বৃক্ষ করিয়া নির্ম্মূল ;
করিবে কি সাথী মোরে ওগো বনফুল ?

মরণ-মঙ্গল।

মরণ মঙ্গল তার, মরণ মঙ্গল।
প্রাণে যার নাহি ভালবাসা,
নাহি প্রেম, নাহি কোন আশা,
নাহি সুখ, নাহি শান্তি, যাতনা কেবল ;
মুখে যার নাহি হাসি-কণা,
হৃদয়েতে ভক্তি ও করুণা,
নয়নেতে অশ্রুধারা বহে অবিরল ;
শোকের আঘাতে যার প্রাণ,
ভাঙ্গিয়া হ'য়েছে শতখান,
জ্বলিতেছে বুকে যার চিন্তার অনল ;
নাহি যার দাঁড়াবার স্থান,
চারিদিকে ভীষণ শ্মশান,
নাহি ভাই, নাহি বন্ধু, বিপদের বল ;
বিদেশে থাকিলে বারমাস,
বহেনা একটি দীর্ঘশ্বাস,
পড়েনা দু'চারি ফোটা নয়নের জল ;
বিরহে কাতরা কোন নারী,
রহেনা হইয়া আশাধারী,
পৃথিবীতে নাহি যার কোনই সম্বল ;
তার মরণ মঙ্গল।

কে তুমি ?

১

আবার আবার কেরে,
এসেছিস অভাগারে,
পরাইতে সযতনে কুসুমের হার ?
ফিরে যাও বিধুমুখি,
হবেনা হবেনা সুখী,
হৃদয় হ'য়েছে পুড়ি চিতার অঙ্গার ;
নাহি এতে ভালবাসা,
নাহি সাধ, নাহি আশা,
নাহি সুখ, নাহি শান্তি, শুধু হাহাকার ;
সকলি হ'য়েছে ছাই,
দয়া নাই, মায়া নাই,
নাহি এতে আলোকণা, কেবলি আঁধার ;
বুকেতে র'য়েছে চাপি দুঃখের পাহাড়।

২

আবার আবার ফিরে,
এ শ্মশানে কে আলিরে,
হইতে জীবন্ত দগ্ধ পতঙ্গের প্রায় ;
যে বজ্রে হ'য়েছে চূর,
মহাকায় বৃত্রাসুর,
সে অশনি পারিবে কি সহিতে মাথায় ?

তুই লো কুসুম কলি,
মুহূর্ত্তে পড়িবি ঢলি,
দারুণ দুঃখের আচ লাগিলে ও গায় ;
দানব রাক্ষস আমি,
স্বরগের দেবী তুমি,
কৃতঘ্নতা লেখা মোর শিরায় শিরায় ;
হইবে না প্রীতি কভু তোমায় আমায়।

৩

জিনিয়া স্বর্গের পরী,
তোরি মত সুকুমারী,
সরলা সুন্দরী এক ভুবন মোহিনী ;
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া মোরে,
দাসী হ'য়ে ছিল ঘরে,
সেবিত সতত মোর চরণ দু'খানি ;
চিন্তা-দগ্ধ দেহোপরি,
ঢেলে দিত শান্তি বারি,
সে পবিত্র মমতার স্নিগ্ধ মন্দাকিনী ;
প্রতিদানে আমি তার,
ক'রেছি যে উপকার,
শরীর সিহরি উঠে স্মরি সে কাহিনী,
শুনিতে বাসনা যদি, শুন তবে ধনি।

৪

অভাগিনী মোর ভয়ে,
রেখেছিল লুকাইয়ে,
সোণার পুতুল এক পেটেতে পূরিয়া
আমি অতি দুরাচার,
উদর চিরিয়া তার,
ভীষণ প্রান্তরে তারে রেখেছি পুতিয়া,
প্রিয়ার কোমল দেহ,
শ্মশানে করে'ছি দাহ,
দিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নি মুখেতে তুলিয়া ;
চিহ্ন তার রাখি নাই,
পুড়িয়া ক'রেছি ছাই,
ফেলিয়াছি চিতা ভস্ম জলেতে ধুইয়া ;
স্বহস্তে দিয়াছি তাতে সরিষা বুনিয়া

৫

এবে ত চিনেছ মোরে,
মালা ল'য়ে যাও ফিরে,
ও হার আমার কাছে আনিও না আর ;
তোমার কোমল বুক,
হাসি মাখা কচি মুখ,
এ ঘোর দুঃখের স্রোতে দিওনা সাঁতার ;

সহিয়া অশেষ ক্লেশ,
একা একা আছি বেস,
চাহিনা এ ব্যবসার অন্য অংশীদার ;
নিজে কাঁদি ক্ষতি নাই,
কাঁদাইতে নাহি চাই,
নিজে জ্বলি সেও ভাল, চাহিনারে আর ;
আমার দুঃখের সাথী তোরে করিবার।

কোন গর্ব্বিত বন্ধুর প্রতি।

বুঝি না তা কেন বৃথা গর্ব্ব কর এত—
ভাইরে! গর্ব্ব কর এত ;
বৃথা কেন অভিমানে, যাতনা দেও পরের প্রাণে,
এই বয়সে তোমার মত দেখ্‌ছি কত শত—
ভাইরে! দেখ্‌ছি কত শত।
ছোট বড় বিধির খেলা, কার যে কি হয় যায়না বলা,
হইতেছে পাহাড় কত ধূলায় পরিণত—
ভাইরে! ধূলায় পরিণত ;
তুমি ত ভাই শিশির বিন্দু, কত অগাধ মহসিন্ধু,
অদৃষ্ট-অগস্ত্য-কোপে শুষ্‌ছে অবিরত—
ভাইরে! শুষ্‌ছে অবিরত।

তুমি উচ্চ আমি হীন, তুমি ধনী আমি দীন,
তুমি জ্ঞানী আমি মূর্খ, ব্যঙ্গ্য কি তাই এত—
ভাইরে! ব্যঙ্গ্য কি তাই এত;
আমি মন্দ তুমি ভাল, তাতে কিবা এলো গেল,
নই ত আমি পলেক তরে তোমার অনুগত—
ভাইরে! তোমার অনুগত?
দুঃখের বোঝা ল'য়ে শিরে, স্বাধীন ভাবে আছি প'ড়ে,
ঝড়ে ভাঙ্গা বৃক্ষ সম মাথা ক'রে নত—
ভাইরে! মাথা ক'রে নত;
এত আগুন জ্বল্‌ছে প্রাণে, যাইনা তবু কারো স্থানে,
কইনা কারে প্রকাশিয়া প্রাণের ব্যথা যত—
ভাইরে! প্রাণের ব্যথা যত।

সুখে যেমন হাস তুমি, তেমন ধারা হাসি আমি,
দুঃখে চ'খে অশ্রু ঝরে উভয়ের এক মত—
ভাইরে! উভয়ের এক মত;
বুঝে দেখ বিচার ক'রে, আপনি যে আছে ম'রে,
তার উপরে আঘাৎ করা বড়ই অসঙ্গত—
ভাইরে! বড়ই অসঙ্গত।
আজ্‌কে আছ রাজার হালে, বিধাতা ভাই বিমুখ হ'লে,
কাল্‌কে তুমি হ'তে পার আমা হ'তেও নত—
ভাইরে! আমা হ'তেও নত;

সুখে হ'য়ে আত্মহারা, অহঙ্কারে এমন ধারা,
পাহাড়টাকে দেখোনা আর বালুকণার মত—
ভাইরে! বালুকণার মত।
বিজ্ঞ তুমি ভদ্র অতি, মূর্খ আমি ক্ষুদ্র মতি,
সহজ কথা তোমাকে আর বুঝাইব কত—
ভাইরে! বুঝাইব কত;
বুঝিনা তা কেন বৃথা গর্ব্ব কর এত—
ভাইরে! গর্ব্ব কর এত।

দুরাশা।

১

মানুষের মহাশত্রু দুরাশা রাক্ষসী,
প্রতারণা-জাল সদা আছে বিস্তারিয়া;
মোহান্ধ মানব তাতে বদ্ধ হয় আসি,
পতঙ্গ অনলে যথা পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
ক্ষুদ্র নদী লঙ্ঘিবারে সাধ্য নাহি যার;
সে চাহে সাঁতার দিয়া সিন্ধু হ'তে পার।

২

শতাধিপ হ'তে চাহে সহস্রাধিপতি,
সহস্রাধিপতি চাহে লক্ষপতি হ'তে ;
লক্ষপতি হ'তে চাহে কোটি অধিপতি,
আশার নিবৃত্তি নাহি হয় কোন মতে।
মানবের সুখ শান্তি দুরাশা অনলে ;
রাবণের চিতা সম নিশি দিন জ্বলে।

৩

অন্যের কথায় আর কিবা প্রয়োজন,
নিজেই হ'য়েছি আমি দুরাশার দাস ;
চাহে যথা শশধর ধরিতে বামন,
সেইরূপ অসম্ভব মম অভিলাষ।
হাসিবে যে বুধগণ. ভাবি না অন্তরে ;
কি যেন করে'ছে যাদু দুরাশা আমারে।

৪

ভাব নাই, ভাষা নাই, নাহি অভিজ্ঞতা,
কল্পনার সাথে কভু নাহি পরিচিত ;
বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, লিখিতে কবিতা,
তথাপি জাগিছে প্রাণে দুরাশা সতত।
উপেক্ষিয়া সজ্জনের তীব্র অপবাদ ;
করিতেছি অসম্ভব গ্রন্থ লেখা সাধ !

৫

ধরিয়া অন্ধের যষ্টি বালক যেমন,
ল'য়ে যায় অনায়াসে যথা ইচ্ছা তার ;
কুহকিনী আশা সদা আমারে তেমন,
ভ্রমিতেছে সঙ্গে ল'য়ে সারাটি সংসার।
কত শত বাধা বিঘ্ন চরণে দলিয়া ;
অন্ধ সম সঙ্গে তার চলে'ছি ছুটিয়া।

রঙ্গপুর।

১

কেন হেন রঙ্গপুর ! হ'য়েছ নিদয় ?
বহু দিন তব বুকে, কাটায়েছি মহা সুখে,
জননীর কোলে যথা শিশু সুখে রয় ;
তাই পুনঃ বৎসরান্তে, এসেছিনু পদ প্রান্তে,
জুড়াতে পূর্ব্বের স্নেহে তাপিত হৃদয় ;
একি হেরি অসম্ভব, কোথা সে আগের সব,
এ দেশ আমার যেন চেনা দেশ নয় ;
অনাথ কাঙ্গাল বেশে, আমি যেন ভেসে এসে
নূতন উঠেছি আজি, হেন মনে লয় ;
এই যেন হইতেছে নব পরিচয়।

২

কেন হেন রঙ্গপুর! হ'য়েছ নিদয়?
পূর্ব্বের সুদিনে মম, বসন্ত-কোকিল সম,
অযাচিত কত মিত্র হইত উদয়;
জুটেছিল কত সখা, মুখেতে অমিয় মাখা,
হলাহলে পরিপূর্ণ ঘৃণিত হৃদয়;
দুঃখের নিদাঘে আজি, কারেও না পাই খুজি,
দেখা হ'লে পথে ঘাটে কথাও না কয়;
আমি ত ভিক্ষার তরে, আসিনি কাহারো দ্বারে,
তথাপি নিরখি মম ভাগ্য বিপর্য্যয়;
বুঝিনা, তাহারা কেন করে এত ভয়!

৩

কেন হেন রঙ্গপুর! হ'য়েছ নিদয়?
কষ্ট হয় মনে হ'লে, পেয়েছিনু পুণ্য বলে,
অনায়াসে "দাদা" এক সাধু সদাশয়;
দিয়াছিল কত দীক্ষা, শিখাইত কত শিক্ষা,
করিত কতই স্নেহ হইয়া সদয়;
আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে, পূজিতাম সযতনে,
গুরু সম করিতাম ভক্তি অতিশয়;
আজি কেন মম প্রতি, বিরূপ হ'য়েছে মতি,
ঘটেছে স্বভাবে তার একি বিপর্য্যয়;

"আপনি" কহিত আগে, "তুমি" ব'লে এবে ডাকে,
নাজানি ইহার পরে আর কিবা হয় ;
এমন উপেক্ষা তাঁর, পরাণে সহেনা আর,
আমি ত করিনি কভু কোন অপচয় ;
তবে কেন মোর প্রতি হেন নিরদয় ?

৪

কেন হেন রঙ্গপুর ! হ'য়েছ নিদয় ?
বৃথা আমি দুষি পরে, সকলি সময়ে করে,
আমার অদৃষ্ট দোষ, দোষী কেহ নয় ;
ভাই বন্ধু যত ইতি, সকলি সুখের সাথী,
অনায়াসে ছেড়ে যায় দেখে অসময় ;
ফলবান্ বৃক্ষে বসি, কত পাখী দিবানিশি,
মধুর সঙ্গীত ঢালি জুড়ায় হৃদয় ;
সে ফল ফুরালে তার, নিকটে আসে না আর,
ভুলে যায় একেবারে পূর্ব্ব পরিচয় ;
বাসি হ'লে সাঁজো ফুল, নিষ্ঠুর ভ্রমরাকুল,
আসেনা তাহার পাশে দেখে দুঃসময় ;
হায়রে ! আমার কাছে, সকলি তেমনি আছে,
সেই দেশ, সেই বন্ধু, সেই সমুদয় ;
নাহি শুধু আমার সে পূর্ব্বের সময় ।

নিষেধ।

আমি—সংসার সাগরে, তৃণসম হ'য়ে,
ভাসিয়া চ'লেছি দূরে ;
কেহ—এসোনা নিকটে, ফিরে চ'লে যাও,
তু'লোনা ধরিয়া করে।
হেন—দুর্ভাগার প্রতি, করিলে করুণা,
বিধাতা হইবে বাম ;
আমি—অভিশপ্ত জীব, ধরায় এসেছি,
ল'য়োনা আমার নাম।
কেহ—আদর যতন, স্নেহ ভালবাসা,
যাচিয়া দিওনা মোরে ;
ভুলি—মায়ার মোহেতে, হেন অমঙ্গল,
ডাকিয়া নিওনা ঘরে।
আমি—সংসার মরুতে, কর্ম্মনাশা নদী,
বহিয়া চ'লেছি ধীরে ;
ওগো—পিপাসার লাগি, ছুঁওনা এ জল,
এসোনা ইহার তীরে।
আমি—নিজ কর্ম্ম ফলে, পেতেছি যাতনা,
করিতে নারিবে ত্রাণ ;
শুধু—নিমজ্জিত জনে, বাঁচাতে যাইয়া,
হারাবে আপন প্রাণ।

দুর্ভাগ্য।

ভাগ্য একবার বিরূপ হ'লে পরে,
লক্ষ্মী তারে ছেড়ে চ'লে যায় ;
নিরাশার শত শক্তিশেল,
বুকে বিঁধে কুলিশের প্রায়।
সুখ শান্তি নাহি থাকে প্রাণে,
শোক দুঃখ করে অধিকার ;
চতুর্দ্দিকে শোনা যায় শুধু,
মর্ম্মভেদী তীব্র হাহাকার।
নিদাঘের চাতকের প্রায়,
গলাভাঙ্গা সহস্র চীৎকারে ;
নির্ম্মম জলদ সম কেহ,
কৃপা নেত্রে নাহি চাহে ফিরে।
সে যদিরে পিপাসার লাগি,
অগাধ সিন্ধুর পানে ধায় ;
সে আশাও নাহি পূরে তার,
বারিনিধি শুকাইয়া যায়।
যাচে যদি নীরদের কাছে,
সকাতরে সুশীতল বারি ;
অমনি গর্জ্জিয়া পড়ে বুকে,
ভীম বজ্র বিশ্ব-ধ্বংস-কারী।

রোপে যদি অমৃতের তরু,
সুধা সম ফলের লাগিয়া;
ফলে তাতে অদৃষ্টের ফলে,
তিক্ত ফল নিম্ব পরাজিয়া।
পিতা মাতা না করে জিজ্ঞাসা,
ভাই বন্ধু ভার্য্যা ভৃত্য আদি;
তার যেন কেহ কোথা নাই,
সে যেনরে কর্ম্মনাশা নদী।
দুর্ভাগার হৃদয়েতে জ্বলে,
অবিশ্রান্ত দুঃখের অনল;
বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা শুধু,
মৃত্যু তার পরম মঙ্গল।



আক্ষেপ।*

১

কে আছে আমার মত জনম দুঃখিনী ?
কে আছে এমন দীন, পিতৃহীন মাতৃহীন,
পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করে'ছি না জানি ;
সে যে স্নেহ সুধাময়, হৃদয় শীতল হয়,
পরশে সে ত্রিদিবের স্নিগ্ধ মন্দাকিনী ;
যে কোলে উঠিলে পরে, ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় দূরে,
জপ তপ যাঁহাদের চরণ দু'খানি ;
সে সুখে বঞ্চিতা হায় আমি অভাগিনী।

২

কে আছে আমার মত পাতকিনী আর ?
কার স্বামী বনিতারে, এমন উপেক্ষা করে,
জীবনে মরণে সদা দাসী আমি যাঁর ;
যাঁহার চরণ ভিন্ন, গতি আর নাহি অন্য,
অভিন্ন হৃদয় যিনি দেবতা আমার :
অভাগী অদৃষ্ট ক্রমে, বঞ্চিতা তাঁহার প্রেমে,
সে চরণ দরশনে নাহি অধিকার ;
রমণীর ইহা হ'তে দুর্ভাগ্য কি আর ?

---

* কোন পতি পরিত্যক্তা কামিনীর উক্তি।

৩

কে আছে আমার মত অভাগী ভূতলে ?
দরিদ্রের নিধি সম, অবনিতে অনুপম,
স্বর্গীয় সোনার চাঁদ পেয়েছিনু কোলে ;
হেরিয়া যাহার মুখ, ভুলিয়া সকল দুঃখ,
নিশি দিন ভাসিতাম আনন্দ হিল্লোলে ;
বিরূপ হইয়া বিধি, সে হেন অমূল্য নিধি,
অকালে সঁপিয়া দিল কালের কবলে ;
ভাসাইয়া দুঃখিনীরে নয়নের জলে।

৪

কে আছে আমার মত অনাথা এমন ?
স্রোতের শেয়ালা বেশে, ভেসে যাই দেশে দেশে,
আমার দুর্দ্দশা কেহ করেনা মোচন ;
দারুণ কলঙ্ক ভার, বহিতেছি অনিবার,
কলঙ্ক হ'য়েছে মোর অঙ্গের ভূষণ ;
প'ড়ে আছি মৃত প্রায়, যে যা ইচ্ছা ব'লে যায়,
শুনে ও সে সব কথা করিনা শ্রবণ ;
ফলিতেছে জেনে মোর অদৃষ্ট লিখন।

৫

কে আছে আমার মত অসুখী ভুবনে ?
মুনি-জন মনোলোভা, প্রকৃতির যত শোভা,
চিতার অঙ্গার সম আমার নয়নে ;

যে দিকে ফিরিয়া চাই, শান্তির কিছুই নাই,
ধূ ধূ করে মরুভূমি মরীচিকা সনে ;
প্রাণের যাতনা ঘোর, না হয় শীতল মোর
শরতের স্নিগ্ধ চারু চাঁদের কিরণে ;
কিম্বা ঋতু বসন্তের মলয় পবনে।

৬

কে আছে আমার মত হেন বিষাদিনী ?
এত অশ্রু কার চ'খে, আমা হেন কার বুকে,
জ্বলিতেছে তুষানল দিবস রজনী ?
কলঙ্ক বৃশ্চিক বেশে, কাহার হৃদয়ে এসে
দংশিতেছে অনিবার ? চিন্তা ভুজঙ্গিনী—
কার প্রাণে অহর্নিশ, ঢালিছে বিষাদ বিষ,
কে কোথা দেখেছ হেন জনম দুঃখিনী ;
কে আছে আমার মত দুর্ভাগা রমণী ?

যশঃ।

১

জগতে কি সকলি নশ্বর ?
সুখের বসন্ত কালে, সুনীল মেঘের কোলে,
দেখেছি কৌমুদীমাখা রাকা শশধর ;
রাহুতে গ্রাসিতে তারে, আবার দেখেছি পরে,
দেখিয়াছি অমানিশা অতি ভয়ঙ্কর ;

প্রভাতে কুসুমগুলি, বৃক্ষ-শাখে থাকে দুলি,
হেরিলে মাধুর্য্য তার জুড়ায় অন্তর ;
পরিমলে পূর্ণ প্রাণ, মাখান স্বর্গীয় ঘ্রাণ,
মধ্যাহ্নে শুকায়ে যায় পে'য়ে রবিকর ;
আষাঢ়ের স্রোতস্বিনী, আহা কি সৌন্দর্য্য খনি,
নবীনা যুবতী সমা পূর্ণ কলেবর ;
রজত-রেখার প্রায়, নিদাঘে দেখেছি তায়,
বুকে চড়া, ক্ষীণ স্রোত, শীর্ণ কলেবর, ;
হায়রে ! জগতে কিগো সকলি নশ্বর ?

২

জগতে কি সকলি নশ্বর ?
পথের ভিখারী কত, হইতেছে অবিরত,
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজরাজেশ্বর ;
কত ধনী প্রতিদিন, দুর্ভাগ্যে হ'তেছে দীন,
শুকাইছে নিত্য কত সুখ-সরোবর ;
ভীষণ সাহারা কত, হইতেছে পরিণত
অমরাবতীর রূপে, চিত্ত মুগ্ধকর ;
কীর্ত্তিবন্ত কত দেশ, ধ'রেছে শ্মশান বেশ,
হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ অতি ভয়ঙ্কর ;
একি খেলা ভাঙ্গা গড়া, নিদারুণ দুঃখে ভরা,
একি বিধি বিধাতার কুলিশ সোসর ;

এ কেমন অভিপ্রায়, বুঝিতে না পারি হায়,
নিরজনে বসি তাই ভাবি নিরন্তর ;
অসার সংসারে কিহে সকলি নশ্বর ?

৩

জগতে কি সকলি নশ্বর ?

না-না-না তা কেন হবে, এক বস্তু আছে ভবে,
দেবের দুর্ল্লভ সে যে অক্ষয় অজর ;
মণি মুক্তা হীরা চুনি, তার কাছে নাহি গণি,
ঐশ্বর্য্য লোটায় কত পায়ে নিরন্তর ;
সে যারে করিয়া দয়, প্রদানিছে পদছায়া,
তার মত জগতে কে আছে ভাগ্যধর ?
কত বীর কত দাতা, কত নারী পতিব্রতা,
কত কবি কত গুণী হ'য়েছে অমর ;
কঠোর সাধনা বলে, সে অমূল্য রত্ন মিলে,
কোথা পাব সে সাধনা, আমি ক্ষুদ্র নর ;
তথাপি দুরাশা প্রাণে, পোষিতেছি সঙ্গোপনে,
বামন ধরিতে যথা চাহে শশধর ;
"যশঃ" এ জগত মাঝে শুধু অনশ্বর।

অন্তিম বিদায়।*

১

কোথা যাও ফিরে চাও "মোক্ষদা কুমার"!
অকালে কাঙ্গাল সাজে চ'লেছ কোথায়?
নিষ্পাপ হৃদয় তব, জানি হে মহানুভব,
আজীবন করিয়াছ পর উপকার;
দেবতার সম সবে দেখিত তোমায়।
কত রূপে কত জনে, তুষেছ কতই দানে,
কত অনাথের অশ্রু দিয়াছ মুছিয়া;
তাই আজি কাঁদে সবে তোমার লাগিয়া।

২

বিশাল বিটপী সম সংসার মরুতে,
বুক ভরা শান্তি ল'য়ে ছিলে দাঁড়াইয়া;
যে এসে বসিত তলে, তৃপ্ত হ'ত সুধা ফলে,
জুড়াত প্রাণের জ্বালা শীতল ছায়াতে;
কেহ না যাইত ফিরি বঞ্চিত হইয়া।
সমভাবে ধনী দীনে, তুষেছ আশ্রয় দানে,
সহসা সে মহীরুহ ভাঙ্গিতে দেখিয়া;
হাহাকার করে সবে আকুল হইয়া।

---

* স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির গৃহ-শিক্ষক মহাত্মা মোক্ষদাকুমার বসু মহাশয়ের মৃত্যু-উপলক্ষে লিখিত।

৩

সোনার পুতুল সম শিশু কোলে করি,
কাঁদিছে তোমার পত্নী শিয়রে বসিয়া ;
কি দশা ক'রেছ তাঁর, চেয়ে দেখ একবার,
কেমন শুকায়ে গেছে সুবর্ণ বল্লরী ;
কিরূপে সে রবে বল তোমারে ছাড়িয়া ?
"সত্য" "চিত্ত" দু'টি ভাই, দাঁড়াবে কাহার ঠাঁই,
কে করিবে স্নেহ দয়া তোমার সন্তানে ;
অনাথ কাঙ্গাল তারা হ'ল এতদিনে।

৪

এক বৃন্তে মনোহর দু'টি ফুল প্রায়,
মহাসুখে ফুটে ছিলে দু'টি ভাই বোন ;
কত স্নেহ কত মায়া, কত ভক্তি কত দয়া ;
কত প্রেম কত প্রীতি ছিল দু'জনায় ;
পর হিতে নিয়োজিত উভয়ের মন।
মৃত্যু-কীট অত্যাচারে, অকালে গিয়াছে ঝ'ড়ে
একটি কুসুম তার, এ বার্ত্তা শুনিয়া ;
তোমার স্নেহের ভগ্নি উঠিবে কাঁদিয়া।

৫

কি ব'লে কে দিবে তারে কি সান্ত্বনা আর,
এ অভাব কভু তার হবে না পূরণ ;

যে রত্ন হারাল আজি, জীবনে পাবে না খুজি,
এমন সোনার ভাই মিলে ক’জনার ;
কার বংশে জন্মে হেন অমূল্য রতন ?
এক রক্তে এক শুক্রে, বিধির নিয়ম চক্রে,
এক জননীর গর্ভে জন্ম দোহাকার ;
তোমার অভাবে তার জীবন আঁধার।

৬

সুশীলা “নলিনী বালা” দুহিতা রতন,
সুপাত্র “সুরেন্দ্র” করে দিয়াছ সঁপিয়া ;
ভেবো না তাদের তরে, সুখী তারা এ সংসারে,
সাধের জামাতা তব করিয়া যতন ;
ক’রেছে তোমার সেবা প্রাণ উপেক্ষিয়া।
শিশু কন্যা আছে ঘরে, আশীর্ব্বাদ কর তারে,
সে ও যেন লভে বর ‘সুরেন্দ্র’ সোসর ;
সুশীল সজ্জন শান্ত সর্ব্বগুণাকর।

৭

বন্ধুত্ব বন্ধনে বান্ধা চিকিৎসকগণ,
বিনা স্বার্থে করিয়াছে চিকিৎসা তোমারে ;
আত্মীয় স্বজন যত, কাছে থাকি অবিরত,
সাগ্রহে করিয়া কত নিশি জাগরণ ;
করেছে শুশ্রূষা সবে সাধ্য অনুসারে।

"চন্দ্র কিশোরের" কথা, অন্তরে রহিবে গাঁথা,
সে তব দুঃখের দুঃখী ভৃত্য পুরাতন ;
ক'রেছে তোমার সেবা করিয়া যতন।

৮

যাও তবে স্বর্গধামে যাও মহাত্মন্ !
আছে তথা সিংহাসন তোমার লাগিয়া ;
ক'রেছ নীরব-দান, তাহার মহিমা গান,
স্বার্থান্ধ মানব-কণ্ঠে হবে না কীর্ত্তন ;
এ দেশেতে দান করে যশের লাগিয়া।
চলিলে যাদের ছেড়ে, ভে'বনা তাদের তরে,
তাহাদের রক্ষা হেতু আছে নারায়ণ ;
দয়াময় দীনবন্ধু অনাথ-তারণ।

অনুনয়।

১

শুন হে ব্রাহ্মণ !

ছিলে বা কি হয়েছ কি, ভবিষ্যতে হবে বা কি,
ভাব দেখি ক্ষণকাল সুস্থ করি মন ;
স্বার্থ ছাড়ি লোভ ছাড়ি, মোহনিদ্রা পরিহরি,
অতীতের ইতিহাস কর উন্মোচন ;
দেখ তাতে স্থির নেত্রে, প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে,
র'য়েছে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত কেমন ;

ভূদেব আছিল খ্যাতি, পূজিত সকল জাতি,
পেয়ে ছিলে জগতের গরীষ্ঠ আসন ;
রক্ত আঁখি হেরে যাঁর, ভয় হ'ত দেবতার,
বর্ণ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে সবে সেবিত চরণ ;
যাঁর শাপে কত বংশ, মুহূর্ত্তে হইল ধ্বংস,
পদচিহ্ন বক্ষে ধরে নিজে নারায়ণ ;
পরম পবিত্র জ্ঞানে, যে পাদ-উদক পানে,
ভাবিয়াছে আর্য্যকুল কৃতার্থ জীবন ;
ভারতের নর নারী, ছিল যাঁর আজ্ঞাকারী,
পলকে করিত যাঁরা সাগর শোষণ ;
আমরা কি তাহাদের বংশধরগণ ?

২

শুন হে ব্রাহ্মণ !

যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর, গৌতমাদি মুনিবর,
যাঁহারা করিলা ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়ন ;
মহাত্মা দধীচি মুনি, পর-হিত-ব্রতে যিনি,
দানিলা আপন অস্থি ত্যজিয়া জীবন ;
সুকবি বাল্মিকি ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
সৃজিলা অপূর্ব্ব যাঁরা কাব্যের কানন ;
দ্রোণ কৃপ ভৃগুরাম, স্মরিলে যাঁদের নাম,
অতুল বীরত্ব মদে মাতে প্রাণ মন ;

দুর্ব্বাসা কপিল শুক, সহিয়া অশেষ দুঃখ,
করিলা কঠোর কত ব্রত উদ্‌যাপন ;
বিশিষ্ট বশিষ্ঠ মুনি, ক্ষমার আকর যিনি,
ছিলা হেন কত শত সাধু মহাজন ;
ভাব দেখি একবার, সে কুলের কুলাঙ্গার
তুমি আমি, কোন মুখে দেখাই বদন ?
সকলি হ'য়েছে শেষ, ব্রহ্মত্বের নাহি লেশ,
ছিল শুধু "উপবীত" শেষ নিদর্শন ;
লুপ্ত হয় তাও দেখ মেলিয়া নয়ন।

৩

শুন হে ব্রাহ্মণ !

সামান্য স্বার্থের তরে, অগাধ সিন্ধুর নীরে
দিওনা অমূল্য রত্ন ভ্রমে বিসর্জ্জন ;
একতায় বাঁধ দল, পাইবে নবীন বল,
নবোৎসাহে ধর্ম্মস্রোতে ভাসাও জীবন ;
রাখিতে জাতীয় মান, যায় যদি যাক্ প্রাণ,
তবু কেহ করিওনা নীচ আচরণ ;
অসংযত ব্যবহারে, ব্রহ্মত্ব গিয়াছে ছেড়ে,
হইয়াছে স্বর্গ হ'তে পাতালে পতন ;
দিনান্তে মিলে না অন্ন, শিরে বহ দুঃখ দৈন্য,
"পাচক" "পূজারী" খ্যাতি ক'রেছ অর্জ্জন ;

রাখিতে পরের মান, স্বহস্তে আপন কাণ,
কে হেন নির্ব্বোধ আছে, কে করে ছেদন ?
হিংসা ছাড়ি দ্বেষ ছাড়ি, বিলাসিতা পরিহরি,
লুপ্ত তেজ যত্ন করি কর আনয়ন ;
ভুলেছ যে জপ তপ, সন্ধ্যা পূজা আদি সব,
পুনর্ব্বার কর তার উদ্ধার সাধন ;
তা না হ'লে লুপ্ত হবে গরীষ্ঠ আসন।

উপেক্ষিতা নারী।

১

একি প্রতিদান ?

এক দিকে আঁখিজল, অন্য দিকে বজ্রানল,
একে দিছে ফুল-মালা অন্যে মৃত্যুবাণ ;
অবলার ক্ষুদ্র অপরাধে,
কোন পশু প্রাণে তারে বধে.
কে আছে এমন ভবে নির্ম্মম পাষাণ ?
বুঝিতে না পারি আমি একি প্রতিদান !

২

একি প্রতিদান ?

কত রূপ কত বাস, মুখে ল'য়ে কত হাস,
সুপবিত্র পরিমলে পূর্ণ করি প্রাণ,

সরোজিনী সরসীর নীরে,
ফু’টে ছিল সেবিতে যাহারে,
সে সূর্য্য সলিল শোষে বধিতে পরাণ ;
একি ঘোর নৃশংসতা—একি প্রতিদান ?

৩

একি প্রতিদান ?
সুনীল গগনোপরে, নবীন নীরদে হে’রে
গিয়াছিল চাতকিনী জুড়াতে পরাণ ;
জলদের একি অবিচার,
না করি পিপাসা শান্তি তার,
সহসা হানিল বুকে বজ্র খরশাণ ;
একি ঘোর নিষ্ঠুরতা—একি প্রতিদান ?

৪

একি প্রতিদান ?
পদাশ্রিতা লতিকায়, চরণে দলিয়া যায়,
সে যে রে পশুর হেয় কসাই সমান ;
হিন্দুর বিবাহ কারে বলে,
তাকি সে বোঝেনি কোন কালে,
কি প্রতিজ্ঞা করে ছিল সভা বিদ্যমান,
একি ঘোর নাস্তিকতা—একি প্রতিদান ?

৫

একি প্রতিদান ?

সরলা অবলা বালা, সহিয়া বিচ্ছেদ জ্বালা,
পাসরিয়া স্বামী-কৃত শত অপমান ;
পুনঃ তার মঙ্গলের তরে,
সিঁথিতে সিন্দুর রেখা পরে,
হাতেতে রেখেছে লৌহ বজ্রের সমান ;
একি মহা উদারতা—একি প্রতিদান ?

৬

একি প্রতিদান ?

যে ঠেলে দিয়াছে পায়, পরাণ তাহারে চায়,
তারি তরে নিশি দিন রহে ম্রিয়মাণ ;
ধন্য ধন্য রমণীর প্রেম,
জিনিয়া কষিত শত হেম,
সহস্র উত্তাপে কভু নাহি হয় ম্লান ;
একি মহা সরলতা—একি প্রতিদান ?

৭

পাবে প্রতিদান।

তুমিযে হিন্দুর মেয়ে, আরো কিছু থাক স'য়ে,
অবশ্য দুঃখের নিশি হবে অবসান ;
তোমার এ কঠোর সাধনা,
বিফলেতে যাবেনা যাবেনা,

গলিবে হৃদয় তার হ'লেও পাষাণ ;
অবিলম্বে পাবে সতি ! পতি পদে স্থান ।

৺তারানাথ বসু।

১

কোথা যাও শৈশবের প্রিয় সহচর ?
তুমি আমি শিশু বেলা, একত্রে করেছি খেলা,
একপ্রাণ দু'জনার ভিন্ন কলেবর ;
রাজভোগ পরি হরি, আসি এ দরিদ্র বাড়ী,
ল'য়েছ জঘন্য খাদ্য পাতি দুই কর ;
তোমার অংশের আম, দুইজনে খাইতাম,
বাঁটিয়া খেয়েছি কত মণ্ডা ক্ষীরসর ;
কত পাপ কত পুণ্যে, উভয়ে উভয় জন্যে,
করিয়াছি প্রাণ পণে চেষ্টা নিরন্তর ;
বিপদে আপদে কত, দুইজনে সাধ্যমত,
করিয়াছি একে অন্যে সাহায্য বিস্তর ;
একা আজি কোথা যাও ওহে বন্ধুবর ?

২

যেওনা যেওনা ভাই করি নিবারণ ;
চেয়ে দেখ আঁখি মেলে, তোমার পায়ের তলে,
পড়ে আছে পত্নী তব হ'য়ে অচেতন ;

পাগলিনী সমাবেশ, এলায়ে প'ড়েছে কেশ,
আঁখিনীরে ভেসে যায় সরোজ আনন ;
"শিশির" সোনার ছেলে, মাটিতে দিয়াছে ফেলে,
শুনেও শুনেনা তার করুণ ক্রন্দন ;
তোমার নয়ন তারা, কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
কোলে করি কর তার বদন চুম্বন ;
দাস দাসী যত আর, করিতেছে হাহাকার,
হেরিয়া তোমার ভাই অকাল-মরণ ;
আজি কেন হইয়াছ কঠিন এমন ?

৩

ভেবে দেখ ওহে বন্ধো ! স্থির করি মন ;
যে দেশে চলেছ আজি, তথায় পাবে কি খুজি,
এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রিয় পরিজন ?
পাবেকি পাবেকি বন্ধু, জিনিয়া পূর্ণিমা ইন্দু,
তোমার "শিশির" সম অমূল্য রতন ?
পাবেকি তথায় তুমি, স্নেহে ভরা মামা মামী,
পাবেকি এমন ভার্য্যা প্রিয় দরশন ?
এত ভক্তি এত মায়া, এত স্নেহ এত দয়া,
এত প্রেম এত প্রীতি পাবে কি কখন ?
কথা রাঁখ ফির ভাই, তথা যেয়ে কাজ নাই,
শোকের সাগরে সবে করিয়া মগন ;
কাটিও না এত শীঘ্র মায়ার বন্ধন।

৪

যেওনা যেওনা ভাই অভাগারে ছেড়ে;
শৈশবের কত স্মৃতি, প্রাণে জাগে নিতি নিতি,
সেই যে করেছি খেলা গলাগলি ধ'রে;
সেই যে তোমারে নিয়া, দিয়াছি পুতুল বিয়া,
কত গান কত বাদ্য মহোৎসব ক'রে;
যৌবনেতে সে প্রণয়, হ'য়ে ছিল গাঢ় ময়,
দুগ্ধ যথা ক্রমে হয় পরিণত ক্ষীরে;
কেহ যদি কারে ফেলে, যাইতাম দূরে চ'লে,
কেমন করিত যেন প্রাণের ভিতরে;
আজিকে তাহারে ছেড়ে, কোথা যাও চির তরে?
একান্ত যাইবে যদি, লহ সঙ্গে ক'রে;
তোমার এ অনুগত খেলা-সাথিটিরে।

জন্মভূমি।

পুণ্যভূমি "রাজখাড়া" জন্মভূমি মোর—
সুজলা সুফলা, মাগো! কোন্ প্রাণে কহ
আজন্ম পালিত প্রিয় সন্তানের মায়া
পাসরিলে অনায়াসে? কিম্বা কারো ভয়ে
পদ্মানদী-নীরে কিগো আছ লুকাইয়া?
(সুবর্ণ "মৈনাক" যথা বাসবের ত্রাসে

সাগর সলিলে নিমজ্জিত।) দেখ মাগো
অভাগার দুর্দ্দশা নিরখি ; গৃহ নাই,
অর্থ নাই, মান নাই, নাহি স্বাধীনতা ;
পথের ভিখারী সম পরের আশ্রয়ে
রয়েছি, সহিয়া সদা অশেষ গঞ্জনা।
মহাত্মা অগস্ত্য সম পারিতাম যদি,
এখনি গণ্ডুষে গ্রাসি পদ্মার সলিল
যেতাম তোমার কোলে ; কিম্বা বিষ্ণুসম
মথিয়া অতল জল লভিতাম তোমা।
স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি, তীর্থ হ'তে বড় ;
আমার বংশের কত পবিত্রতা মাখা
পুণ্যস্মৃতি, মাখাছিল তোমার শরীরে।
বুঝিনা, কিদোষে হেন দুঃখের সাগরে
ভাসাইয়া, গেলে মোর সর্ব্বনাশ করি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়।

১

কে তুমি মানব রূপে ? স্বর্গের দেবতা
শাপভ্রষ্ট হ'য়ে বুঝি এসেছ ধরায় ?
বিনয়, মহত্ত্ব দয়া, স্নেহ, সুজনতা,
এত গুণ একাধারে সম্ভবে কোথায় ?

দরিদ্রের দুঃখে কার কাঁদে হেন প্রাণ ;
আত্ম পর কার কাছে এমন সমান ?

২

পদ্ম যথা জলে জন্মে জলে থাকে সদা,
অথচ সলিল তার লাগে না শরীরে ;
সেরূপ ঐশ্বর্য্য মাঝে থাকিয়া সর্ব্বদা,
নিষ্কাম যোগীর সম র'য়েছ বাহিরে।
বালকের সরলতা প্রবীণের জ্ঞান,
সাধুর উদার ভাবে পূর্ণ তব প্রাণ।

৩

করিতে নিস্বার্থ ভাবে পর-উপকার,
শিখেছ চিকিৎসা বিদ্যা বহুযত্ন ক'রে ;
এমন দয়াল দাতা কেবা আছে আর,
দরিদ্রে ঔষধ পথ্য দেয় অকাতরে ?
তোমা হেন পুত্র সম পালে কেবা প্রজা,
আশীর্ব্বাদ করি, হও রাজা মহারাজা।

শ্রীযুক্তা কুলদায়িনী চৌধুরাণী।

এত আদর, এত মায়া,
কাঙ্গাল ব'লে এত দয়া,
মায়ের মত অসীম স্নেহ তোমার কাছেই পাই :
ধনীর শুনে কটুকথা,
মর্ম্মে যখন লাগে ব্যথা,
তোমার কোলে মুখ লুকায়ে যাতনা জুড়াই,
নিরাশ হ'য়ে ফির্‌ব ব'লে,
যাইনা কোথা অভাব কালে,
যখন যাহা আবশ্যক হয় তোমার কাছেই চাই ;
দয়াময়ী তোমার মত,
এমন আমি দেখি নাই ত,
অভাব কালে হাত পাতিলে আশার অধিক পাই
অনেক দাতা আছে ধরায়,
দান করে মা যশের আশায়,
লোক জানাতে পত্রিকাতে ছাপায়ে দেয় তাই ;
সাত্বিক ভাবে গুপ্ত দানে,
তোষ সদা দুঃখি জনে,
তুমি মাগো স্বর্গের দেবী সন্দেহ তায় নাই ;
তোমার স্নেহ দয়া যেন জন্মে জন্মে পাই।

সন্তোষ কুমার।

১

কোথা হ'তে এসেছিলি অমূল্য মাণিক—
সন্তোষ কুমার !
কাঁদাইয়া পিতা মাতা,
আবার গেলিরে কোথা,
নিমিষে ভাঙ্গিয়া দিয়া আনন্দ বাজার ?
এত যদি ছিল মনে,
কেন তবে অকারণে,
বাঁধিলি সবারে ভাই শৃঙ্খলে মায়ার ?
সেই আধ আধ কথা,
মরমে র'য়েছে গাঁথা,
সেই মুখ, সেই হাসি, সেই আঁখি ঠার ;
তোমার মঙ্গল তরে,
সকলে ভকতি ভরে,
যতনে দিয়াছে পূজা কত দেবতার ;
এত যে স্নেহের চ'খে,
সবাই দেখিত তোকে,
করিত নিয়ত কত যতন তোমার ;
এই ভাবে তুই কিরে শোধিলি সে ধার ?

২

এমন মায়ার বেড়ি এত শীঘ্র ভাই—
কাটিলি কি কলে ?
হারাইয়া তোরে হায়,
মণি হারা ফণী প্রায়,
শিরে করি করাঘাত কাঁদিছে সকলে ;
গিয়াছে যে কত টাকা,
নাহি তার লেখা জোখা,
তোমার চিকিৎসা তরে ; পরিজন মিলে,
অনিদ্রায় অনশনে,
করিয়াছে প্রাণপণে,
তোমার শুশ্রূষা ভাই শত কাজ ফেলে ;
এই কিরে দিলি তার,
উপযুক্ত পুরস্কার ?
তাদের ফেলিয়া আজি কোথা যাও চ'লে ?
তোমারে হেরিয়া ভাই,
কোন দিন ভাবি নাই,
এমন প্রফুল্ল ফুল শুকাবে অকালে ;
প্রভাতে সোনার ভানু যাবে অস্তাচলে।

———

প্রেম।



প্রবাসীর আক্ষেপ।

আপন ভাবিয়া তারে, বড়ই আদর ক'রে,
হৃদয়ের অভ্যন্তরে, রেখেছিনু যতনে ;
ভেবেছিনু মনে সার, আমি তার সে আমার,
বিচ্ছেদ না হবে আর, জীবনে ও মরণে।
প্রাণের সে সুখ-আশা, সে স্বর্গীয় ভালবাসা,
নয়নের সে লালসা, সেই ভাবে র'য়েছে ;
কঠোর জঠর দায়, আমি কোথা সে কোথায়,
বিরহে পরাণ হায়, নিশি দিন দহিছে।
একটি দিবস যায়, বর্ষ সম ভাবি তায়,
এভাবে কি থাকা যায়, বিদেশেতে পড়িয়া ;
সহিয়া বিরহ ব্যথা, প্রেয়সী র'য়েছে যথা,
মনে বলে যাই তথা, পাখী হ'য়ে উড়িয়া।
কি যেন মন্ত্রের গুণে, কে যেন আমার প্রাণে,
মূর্ত্তি তার সযতনে, রাখিয়াছে আঁকিয়া ;
সুধা-মাখা তার বাণী, যেন সদা কাণে শুনি,
মনে পড়ে মুখ্‌খানি, চারু চন্দ্র জিনিয়া।

নবীন নীরদে হেরে, নয়নে সলিল ঝরে,
গভীর জীমূত স্বরে, কর্ণ যায় ফাটিয়া ;
শ্যাম শষ্প মেঘ-বারি, বিদ্যুৎ বিকাশ হেরি,
প্রিয়তমা মনে পড়ি, প্রাণ উঠে কাঁদিয়া।
শিখিনীর সুখ-আশা, মিটিল চাতক তৃষা,
চকোরের দৈন্য দশা, সম মোর হ'য়েছে ;
ভ্রমর কুসুম সনে, বিহরিছে হর্ষ মনে,
কেবল বিচ্ছেদাগুনে, এ পরাণ দহিছে।
দিনে থাকি অবিরত, কর্ত্তব্য কার্য্যেতে রত,
যাতনা না হয় তত, তাহারে না হেরিয়া ;
নিশিতে শুইলে পরে, পূর্ব্বকথা মনে প'ড়ে,
সহস্র বৃশ্চিক মোরে, দংশে যেন আসিয়া।
ভাবি বলি সদা তারে, ক্ষুধা তৃষ্ণা গেছে দূরে,
সুখ-শান্তি অভাগারে, গিয়াছে গো ছাড়িয়া ;
বাঁচি যদি সঙ্গে তার, দেখা হবে পুনর্ব্বার,
এ সুখ সময় আর, আসিবে না ফিরিয়া।

সুখ-স্মৃতি।

১

আজিও জাগিছে প্রাণে কথাগুলি তার।
বসন্তে বিকাল বেলা,
বসিয়া বকুল তলা,
শুনেছি কোকিল কণ্ঠে মধুর ঝঙ্কার ;
প্রভাতে সাগর কূলে,
বসিয়া হৃদয় খুলে,
শুনিয়াছি সুমধুর কল্লোল তাহার ;
কিন্তু হেন মনোহরা,
স্বর্গীয় সুধায় ভরা,
সরল কোমল ভাষা শুনি নাই আর ;
আজিও জাগিছে প্রাণে কথাগুলি তার।

২

আজিও জাগিছে প্রাণে সেই মুখ্খানি।
যদিও আড়াল থেকে,
নিমিষে দেখেছি তাকে,
তবু সে সুন্দর মুখ শশধর জিনি
আজিও ভুলিতে নারি.
কি দিব তুলনা তারি,
লাবণ্য সলিলে যেন সোনার নলিনী

অথবা মেঘের আড়ে,
অশনি হৃদয়ে ধ'রে,
লুকাইয়া থাকে যথা সৌদামিনী ধনী ;
আজিও জাগিছে প্রাণে সেই মুখ্ খানি।

৬

আজিও তাহার কথা জাগিছে অন্তরে।
স্বর্গীয় সুধার রসে,
বিধাতা বিরলে ব'সে,
বুঝি বা সুবর্ণ ছানি গ'ড়ে ছিলা তারে ;
আহা কি লাবণ্য রাশি,
অধরে মধুর হাসি,
আঁখি ঠারে ক'রেছে সে পাগল আমারে ;
নিশিতে ঘুমের ঘোরে,
স্বপনে দেখি যে তারে,
কাঁদেনা কি তার প্রাণ অভাগার তরে ?
আজিও তাহার কথা জাগিছে অন্তরে।

তন্ময়।

১

প্রেয়সি! প্রাণের কথা ভাষার অক্ষরে
কি লিখিব আর;
নিয়ত তোমার কথা, মরমে র'য়েছে গাঁথা,
তোমারে ভুলিতে পারি সাধ্য কি আমার;
তুমি যে আমার, প্রিয়ে! আমি যে তোমার।

২

ও চারু বদন শশী নিশিদিন মোর—
জাগিছে পরাণে;
তোমার বিরহে প্রিয়ে, বড়ই অশান্তি ল'য়ে
সুদূর "পালামৌ" এসে বসিয়া নির্জ্জনে;
কষ্টেতে কাটাই কাল দিন গণে গণে।

৩

সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে বিরাজে "কুইল"
কল কল স্বনে;
পেয়ে জল বরষার, মিটেছে পিপাসা তার,
দুকূল ভরিয়া গেছে প্রলয় প্লাবনে;
গরবে চলেছে ধনী পতি সম্ভাষণে।

৪

শ্যামশষ্পে সুশোভিত শান্তিময় তার—
সৈকত পুলীনে;
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা, প্রভাত সায়াহ্ন বেলা,
ভ্রমি পাগলের প্রায়, ভাবি মনে মনে;
তুমিও আসিবা বুঝি মম সন্নিধানে।

৫

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী (সুষমায় ভরা)
শোভে তার তীরে;
কত তরু কত লতা, কত জন্তু আছে তথা,
কত পাখী করে গান সুমধুর স্বরে;
ফুটে ফুল, ধরে ফল, বহে বায়ু ধীরে।

৬

বিকৃত রসনা যার, তিক্ত তার কাছে—
সুধাফল যথা;
মুনি-গণ-মনোলোভা, প্রকৃতির এত শোভা,
তোমার বিরহে প্রাণে কষ্ট দেয় তথা;
কেহই শুনেনা মোর দুঃখের বারতা।

৭

ভেবনা তোমার চারু নয়নের বাণে—
বিদ্ধ মোর প্রাণ ;
ভেবনা লো প্রাণেশ্বরি, ললিত মাধুরী হেরি,
উন্মাদ হ'য়েছি আমি, রূপের সম্মান
করি নাই, করিব না থাকিতে পরাণ।

৮

অনুপম রূপশালী ময়ূর বিহঙ্গ
কে চায় তাহারে ?
কোকিলের কুহুতানে, আনন্দ উছলে প্রাণে,
কেনা তারে ভালবাসে সরল অন্তরে ;
শিখীর বিকট স্বরে শরীর শিহরে।

৯

গন্ধ শূন্য রাঙ্গা রাঙ্গা পলাশ কুসুম
ফুটে অহঙ্কারে ;
কে চায় তাহার পানে, মিশে যায় মাটি সনে,
সুন্দর মাকাল ফল কে আদরে তারে ?
ভুজঙ্গ কে পুষে থাকে সমাদর করে ?

১০

মুগ্ধ করিয়াছে মন বিনয়াবনত
স্বভাবে তোমার ;
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ, নাহি অহঙ্কার লেশ,
দয়া মায়া ভয় ভক্তি লজ্জার আধার ;
নাহি মান অভিমান প্রতারণা আর।

১১

বিধির বিচিত্র লীলা (অতি ক্ষুদ্র আমি)
বুঝিব কি করি ;
জানিতাম এ হৃদয়, শুধু মরুভূমি ময়,
পেয়ে তব অকৃত্রিম ভালবাসা-বারি ;
জন্মেছে তাহার মাঝে প্রণয় বল্লরী।

১২

শুকাইলে এ লতিকা শুকাবে মরম
জানিও নিশ্চয় ;
আমার পাষাণ প্রাণে, আঁকিয়াছি সযতনে
তোমার মূরতি, প্রিয়ে ! নাহি তার ক্ষয় ;
আমার আমিত্ব গেছে, হয়েছি তন্ময়।

একটি দোষ।

বসন্তের লতা জিনি, প্রিয়ার মূরতি খানি,
সরল সুন্দর মুখ সুধাংশু সমান ;
পরাজিয়া পুষ্পরাশি, অধরে মধুর হাসি,
নয়ন আনন্দনদী প্রেমে ডাকে বান ;
আহাকি সুন্দর বেশ, আহাকি সুন্দর কেশ,
সকলি সুন্দর তার নহে কিছু ম্লান ;
কেবল একটি দোষ, কথায় কথায় রোষ,
একদণ্ডে শতবার করে অভিমান ;
কত আর নিরবধি, করা যায় সাধাসাধি,
এত হ'লে অপরাধী কিসে পাই ত্রাণ ;
নিত্য এত অশ্রুধার, আমি কোথা পাব ধার,
বাছা বাছা মিঠা কথা কে করিবে দান ;
হাতে ধরা পায়ে ধরা, শিখি যেয়ে কোন পাড়া,
এ বিষ-বৈদ্যের মোরে কে দেয় সন্ধান ;
ঠেকেছি বিষম দায়, কঠিন শৃঙ্খল পায়,
ক্ষণতরে যাইতে না পারি অন্য স্থান ;
বেন্ধে মারা কত সহে, দয়া নাই তার দেহে,
হৃদয় কঠিন অতি অশনি সমান ;
অথবা পাষাণে বুঝি গঠিত পরাণ।

ভালবাসা।

১

আমি বড় ভালবাসি কুসুমের বাস।
যাহার পবিত্র ঘ্রাণে,
পরিতৃপ্ত দেবগণে,
যে ঢালে আমার প্রাণে আনন্দ উল্লাস;
যাহার সুষমা হেরি,
নয়ন ফিরাতে নারি,
কি মাধুরী আহামরি মুখে মৃদু-হাস;
বড় ভালবাসি আমি ফুলের সুবাস!

২

আমি বড় ভালবাসি পুষ্প পরিমল।
শুনিয়াছি সুরাসুরে,
সমুদ্র মন্থন ক'রে,
তুলে ছিলা বহুকষ্টে সুধা ও গরল;
আজিও সুধার তরে,
সদা দ্বন্দ্ব দেবাসুরে,
অমর যাহার বলে দেবতা সকল;
তা হ'তেও মম কাছে প্রিয় পরিমল।

৩

আমি বড় ভালবাসি কুসুম হেরিতে।
মল্লিকা মালতী বেলী,
নিশিগন্ধা কৃষ্ণকলি,
গোলাপ ফুটিয়া রয় উদ্যান মাঝেতে ;
কি কব তাদের শোভা,
আহা কিবা মনোলোভা
দেখিয়া পারি না আর নয়ন ফিরাতে ;
বড় ভালবাসি আমি কুসুম হেরিতে।

৪

সরসী সলিলে ফোটে সোনার নলিনী,
মৃদুল হিল্লোলে হেলি,
অলি সনে করে কেলি,
মধুর মাধুরী মাখা সুষমার খনি ;
কত প্রেম বুকে ল'য়ে
ভানু পানে থাকে চেয়ে,
নাগর বিরহে কেঁদে কাটায় রজনী ;
ভালবাসি আমি সেই ফুল্ল "সরোজিনী"।

জিজ্ঞাসা।

স্নুন্দরি! রমণী স্নুলভ, ছলনা ত্যজিয়া
চাহিয়া আকাশ পানে;
ঈশ্বরের নামে, শপথ করিয়া,
বলগো আমার স্থানে।
শত উপরোধ, সহস্র মিনতি,
অনুযোগ লক্ষ বার;
হৃদয় খুলিয়া, কহ সত্য কথা,
সংশয়ে রেখোনা আর।
তোমার ও ভাষা, বুঝিতে না পারি,
নাহি সে বিদ্যার জোর;
সরল করিয়া, কহ বিধুমুখি,
ঘুচুক সন্দেহ মোর।
তোমার পরাণে, অভাগার স্মৃতি,
জাগে কি ক্ষণেক তরে;
অকপট চিতে, কহ এক বার,
ভাল কিগো বাস মোরে?
'হরিশ্চন্দ্র' সম, মহাশূন্য মাঝে,
রেখোনা মিনতি করি;
হয় স্বর্গে তোল, নহে ফেল ভূমে,
এভাবে রহিতে নারি।

অনুরোধ।

এক দুই তিন বলি,
বহু দিন গেল চলি,
আমি আছি প্রিয়তমে! আশাপথ চাহিয়া,
হেরিয়া তোমার পত্র,
সফল করিব নেত্র,
তৃপ্ত হব, প্রতি ছত্র শত বার পড়িয়া।
হায়রে পাষাণি! তোরে,
বুঝাব কেমন ক'রে,
যে আগুনে নিশিদিন মরি আমি পুড়িয়া;
নয়নের জলে ভাসি,
যে কষ্টে কাটাই নিশি,
যে দুঃখে কাটাই দিন, কি হবে তা লিখিয়া?
আমার কপাল দোষে,
বুঝিবা বিধাতা রোষে,
গড়িলা তোমার চিত্ত লৌহময় করিয়া;
বাড়া'তে আমার ক্ষুধা,
অধরে দিয়াছে সুধা,
মৃত্যু হেতু চ'খে দিছে হলাহল ঢালিয়া।
অশান্তি আকুল প্রাণে,
চাহিলে তোমার পানে,
হৃদয়ের তীব্র জ্বালা সব যাই ভুলিয়া;

পূরাতে তোমার আশা,
প্রেম প্রীতি ভালবাসা,
যত ছিল প্রাণে, তাহা দিয়াছি লো স'পিয়া।
কিন্তু তার প্রতিদানে,
তোমার নয়ন কোণে,
এক ফোঁটা অশ্রু কভু দেখি নাই আসিতে;
এতই নিষ্ঠুর করি,
বিধি কি গড়েছে নারী,
রমণীর আঁখি কিরে নাহি জানে কাঁদিতে?
একিরে মায়ার ফাঁস,
(সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ)
লেগেছে গলায় মোর নাহি পারি ছাড়াতে;
একিরে প্রেমের বেড়ী,
সাধে সাধে পায়ে পরি,
তোরে ছাড়ি ক্ষণকাল নাহি পারি থাকিতে।
যে দিছে সর্ব্বস্ব দান,
তার প্রতি অভিমান,
কেন কর বিধুমুখি! নাহি পারি বুঝিতে;
আমার শপথ প্রিয়ে,
সুধামাখা পত্র দিয়ে,
তৃষিত এ চকোরেরে ভুলিও না তুষিতে।

ভস্মলোচন।

১

সুন্দরি!

চিনেছি তোমারে আমি এত দিন পরে,
ভেঙ্গেগেছে মোহ-নিদ্রা কেটেগেছে ভুল;
অমূল্য রতন নহ অবনি ভিতরে,
আকাশের তারা কিম্বা কাননের ফুল।
পূর্ব্বের সে মনোরম তোমার ওরূপ;
আজি যেন হইয়াছে ঘোর অন্ধকূপ।

২

হারিয়া গিয়াছে আগে হেরিয়া বদন,
পূর্ণিমার শশধর সুদূর আকাশে,
দেখিয়া তোমার কটি, তোমার নয়ন,
কত সিংহ কত মৃগ দিছি বনবাসে।
নিরখিয়া বাহু তব পদ্মের মৃণাল,
রেখেছি অগাধ জলে মগ্ন চিরকাল।

৩

শুনিয়া তোমার স্বর অবিচার করি,
নিন্দিয়াছি আগে কত কোকিলের তান;
হেরিয়া তোমার ঐ রূপের মাধুরী,
দেখিতাম ভ্রমে আমি বিশ্ব ম্রিয়মাণ।
আজিকে ছুটেছে নিশা ফুটেছে নয়ন;
তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি পেয়েছি দর্শন।

৪

পুরাণে শুনেছি "ভস্ম লোচনের" নাম,
যার পানে চে'ত, হ'ত ভস্ম সেই জন :
সুন্দরি ! তোমারে হেরি ভাবি অবিরাম,
তুমি বুঝি হবে সেই রাক্ষস ভীষণ।
মায়ায় মোহিনী মূর্ত্তি রহিয়াছ সাজি ;
তোমার স্বরূপ আমি চিনিয়াছি আজি।

৫

বঙ্কিম-নয়নে বালা চাহ যার পানে,
মুহূর্ত্তে সে হতভাগা ভস্ম হ'য়ে যায় ;
কত তীব্র অগ্নিশিখা তোমার নয়নে,
বুঝিনা, কি নৃশংসতা তোমার আত্মায়।
সামান্য পার্থক্য শুধু দেখি বিদ্যমান ;
সে দহিত কায়া সহ, তুমি দহ প্রাণ।

বাল্য-স্মৃতি।

১

কি চ'খে দেখেছি তারে (বুঝিতে না পারি)
কি অশুভ ক্ষণে ;
এক দুই তিন বলি, বহু বর্ষ গেল চলি,
তবুও তাহার স্মৃতি জাগিছে পরাণে ;

এভাবে পারিনা আর, বহিতে দুঃখের ভার,
অবোধ পতঙ্গ সম মরিতে জীবনে ;
অযথা পড়িয়া তার প্রণয়-আগুনে।

২

কি জানি কি মহাশক্তি নিশি দিন মোরে—
করে আকর্ষণ ;
কে যেন ঘুমের ঘোরে, স্বপনে দেখা'য়ে তারে,
বিসর্জ্জিতে সে প্রতিমা করে নিবারণ ;
সে নাকি আমার তরে, মরমে র'য়েছে ম'রে,
সজল নলিন-নেত্র মলিন বদন ;
নিদাঘের মৃত প্রায় ব্রততী যেমন।

৩

শশী সম রূপ তার সুষমার খনি—
সোনার সংসার ;
দাস দাসী পরিজন, সেবে তারে অণুক্ষণ,
ধন-ধান্যে পূর্ণ তার সাধের ভাণ্ডার ;
আমার কিছুই নাই, নিত্য আনি নিত্য খাই,
পথের ভিখারী সম নিত্য হাহাকার ;
তবু কেন মোর তরে প্রাণ কাঁদে তার ?

8

মনে পড়ে আমাদের শৈশবের সেই—
সুখময় খেলা ;

বসনে বদন ঢাকি, বসিত সে বিধুমুখী,
হাসিমুখে বামে মোর জিনিয়া চপলা ;
খেলাসাথী ছিল যারা, কত কি সাজিত তারা,
গাঁথিয়া আনিত সুখে কুসুমের মালা ;
সে মালা আনন্দে মোর গলে দিত বালা।

৫

নাচিত গাইত কেহ বাজাইত সুখে—
হইয়া মগন ;
কেহ দিত হুলুধ্বনি, মৃত্তিকার টাকা আনি,
কেহবা দেখিত নব বধূর বদন ;
রান্ধিয়া মাটির ভাত, পাতিয়া কচুর পাত,
আনন্দে করা'ত কত ব্রাহ্মণ ভোজন ;
দক্ষিণা মাটির টাকা দিত অগণন।

৬

আমতলে ছিল এক লতা পাতা ঘেরা—
অতি ক্ষুদ্র ঘর ;
শত-ছিন্ন বস্ত্র পেতে, কুসুম ছড়া'য়ে তাতে,
রচিত বাসর-শয্যা চারু মনোহর ;
আনন্দে তাহারে ল'য়ে, সে সুখ শয্যায় শু'য়ে,
কহিতাম সযতনে ধরে তার কর ;
তুমি মোর প্রিয়তমা, আমি প্রাণেশ্বর।

৭

কহিত না কোন কথা বুঝিত না কিছু—
অবোধ বালিকা ;
হাসিমাখা চন্দ্রাননে, চাহিত আমার পানে,
সে সুচারু নন্দনের সুবর্ণ লতিকা ;
হেরি সে লাবণ্য রাশি, ভাবিতাম দিবানিশি,
সে বুঝিবা বসন্তের কুসুম কলিকা ;
অথবা সুধার খনি চাঁদের চন্দ্রিকা !

৮

কিছু দিন এই ভাবে কাটাইনু সুখে—
মোরা দুই জন ;
না পূরা'য়ে মনস্কাম, বিধাতা হইয়া বাম,
ভাঙ্গিলা সে সুখময় শৈশব-স্বপন ;
সময় গিয়াছে, তার স্মৃতি ত গেল না আর,
রাবণের চিতা সম জ্বলি অনুক্ষণ ;
সুখ শান্তি দু'জনার করিছে দাহন।

চাহিনা।

১

আমি চাইনা তারে আর ;
হোক সে মতি, হোক সে সোনা, হীরা কিম্বা চাঁদের কোণা,
হয় যদি সে দেবের দুর্ল্লভ সুধার পারাবার ;
তবু চাইনা তারে আর।

২

আমি চাইনা তারে আর ;
হাসি না তার মৃত্যু ফাঁসি, রূপ নহে তার অনল রাশি,
কটাক্ষ তার খেঁজুর কাঁটা, কথা হীরার ধার ;
আমি চাইনা তারে আর।

৩

আমি চাইনা তারে আর ;
তুষের অনল তাহার স্মৃতি, হৃদয় মাঝে জ্বল্‌ছে নিতি,
আর পারিনা মর্ম্মভেদী জ্বালা সহিবার ;
আমি চাইনা তারে আর।

৪

আমি চাইনা তারে আর ;
অসাক্ষাতে যতই বলি, দেখ্‌লে তারে সকল ভুলি,
কি মোহিনী জানে সে যে, বুঝ্‌তে পারা ভার ;
তারে চাহি পুনর্ব্বার।

বড়ই সুন্দর।

১

নিদাঘের দ্বিপ্রহরে, প্রখর রবির করে,
পথিক যুবক এক পিপাসিত হ'য়ে ;
গৃহস্থের বাড়ী দেখে, শুস্ক মুখে শুস্ক বুকে,
কাতরে যাচিল জল পরিচয় দিয়ে।
গৃহ-স্বামী নিরুপায়, ভাবে বুঝি ধর্ম্ম যায়,
অশৌচ সবার গায়, কে দিবে বা জল ;
বিনয়ে আদরে তারে, বসা'য়ে বাহির ঘরে,
গৃহস্থ চলিয়া গেল হইয়া চঞ্চল।
পথিক দেখিল চেয়ে, একটী যুবতী মেয়ে,
ললিত লাবণ্যমাখা নবীন নধর ;
জলপাত্র ল'য়ে করে, আসিতেছে ধীরে ধীরে,
উথলি উঠিছে তার রূপের সাগর,
শ্রাবণের নদী সম পূর্ণ কলেবর ;
আহা ! বড়ই সুন্দর।

২

বড়ই সুন্দর তার, মস্তকে চিকুর ভার,
অলক কুন্তল আসি প'ড়েছে কপোলে ;
অসংখ্য মুকুতা প্রায়, স্বেদবিন্দু শোভে তায়,
নিশির শিশির যথা নব দুর্ব্বাদলে।

প্রভাতের পদ্ম যিনি, সুচারু বদন খানি,
নয়ন খঞ্জন দু'টি রাজে তার মাঝে ;
অলি পঙ্‌ক্তি ধনু প্রায়, কৃষ্ণ ভ্রূ শোভিছে তায়,
বলার্ক সিন্দূর বিন্দু সীমন্তে বিরাজে।
কুসুমের দল সম, অধরৌষ্ঠ মনোরম,
নধর গোলাপী গণ্ড পারিজাত থর ;
কি দিয়া এ সুধানিধি, কেমনে গ'ড়েছে বিধি,
আরক্ত শ্রবণ যুগ নাশা মনোহর,
চিবুক সুষমা মাখা চিত্ত মুগ্ধকর ;
আহা ! বড়ই সুন্দর।

৬

অমল দশনগুলি, সুচারু কুন্দের কলি,
পূর্ণ বিকসিত তার উরজ কমল ;
কম্বুগ্রীবা ক্ষীণ কটি, ললিত নিতম্ব দু'টি,
সুগোল সুদৃশ্য বাহু রক্ত করতল।
নাহি বেশ নাহি ভূষা, যথা বসন্তের উষা,
স্বভাবের শোভা ল'য়ে স্বতই সুন্দরী ;
সতীত্ব গৌরব মাখা, দু'হাতে দু'গাছি শাঁখা,
পরা তার ক্ষুদ্র এক লালপেড়ে শাড়ী।
সুন্দরী ঠেকেছে দায়, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকেনা তায়,
পথিকের কাছে এসে কাঁপে থর থর ;
টানিয়া আঁচলখানি, বুকে দিল চন্দ্রাননী,

সরমে মরমে মরি, বাড়াইয়া কর,
রাখিল জলের গ্লাস মাটির উপর ;
আহা ! বড়ই সুন্দর।

৪

পথিক ভাবিয়া সারা, হ'য়েছে সে আত্মহারা,
দারুণ পিপাসা তার ভু'লে যেন গেছে ;
কে জল খাইবে আর, সংজ্ঞা বুঝি নাহি তার,
যুবতির মুখপানে চে'য়ে শুধু আছে।
কি যেন ভাবিয়া পরে, বারি-পাত্র ল'য়ে করে,
আকণ্ঠ পূরিয়া তাহা করিল সে পান ;
সরলা চঞ্চল পদে, চ'লে গেল তথা হ'তে,
বর্ষার চপলা সম চমকিয়া প্রাণ।
যুবক বাহির হ'য়ে, আবার চলিল ধেয়ে
গন্তব্য স্থানেতে তার, হইয়া কাতর ;
চরণ চলে না আর, আকুল পরাণ তার,
হেরিতে সে যুবতীর মুখ শশধর,
শুনিতে তাহার দু'টি কথা মনোহর ;
আহা ! বড়ই সুন্দর।

৫

হে পথিক ! সাবধান, হৃদয়ে দিওনা স্থান,
এমন দুরাশা তুমি ভ্রমেও কখন ;

ও সুধা দেবের ভোগ্য, তুমি দীন মন্দভাগ্য,
ক'রোনা অসাধ্য সাধ, করি নিবারণ।
ওযে হের কালফণী, উহার মাথার মণি
হরিতে বাসনা বৃথা, দেখ চিন্তা করি;
ক্ষান্ত হও মতি হীন, পারিবে না কোন দিন,
পাঙ্গু হ'য়ে লঙ্ঘিবারে অতি উচ্চ গিরি।
চে'য়ে দেখ মেলি নেত্র, তুমি হে বামন ক্ষুদ্র,
ধরিতে স্বর্গের শশী বাড়া'য়ো না কর;
দূর কর যত পাপ, ও অনলে দিলে ঝাঁপ,
হইবে পতঙ্গ সম দগ্ধ কলেবর,
মুছে ফেল স্মৃতি তার হইতে অন্তর;
তারে ভেবোনা সুন্দর।

আকাঙ্ক্ষা।

কে তুমি কে তুমি নারি! রূপে দিক্ আলো করি,
চলিছ চঞ্চল পদে চপলার প্রায়;
বারেক দাঁড়াও ফিরে, দেখেলই আঁখি ভ'রে,
হেন অপরূপ রূপ হেরিনি কোথায়।
আহা কি মোহন বেশ, এলায়ে প'ড়েছে কেশ,
আষাঢ়ের মেঘ সম থরে থরে থরে;
কামের কেতন জিনি, স্খলিত অঞ্চল খানি,
লোটাইছে অযতনে ধূলার উপরে।

আমরি ! এমন সাজে, কোথা যাও কিবা কাজে,
স্বর্ণ কুরঙ্গ সম হেলিয়া দুলিয়া ;
পুনঃকি লক্ষ্মণ সনে, শ্রীরাম এসেছে বনে,
আনিবে কি ছলে তার সীতারে হরিয়া ?
সহস্র মাথার কিরে, সুন্দরি ! দাঁড়াও ফিরে,
দেখাই হৃদয় চিরে, দেখ দয়া করি ;
আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ, তোমারে দিয়াছি দান,
ব'স হৃদি সিংহাসনে রাজরাজেশ্বরি !
হেনরূপে অনিবার, ছুটিতে পারি না আর,
আকাশের চাঁদ সম একি তব ছল ?
আমি যত আসি কাছে, তুমি তত যাও পাছে,
ধরিতে নারিনু করি সহস্র কৌশল ;
দয়া করি ধরা দেও, পরিহরি ছল ।

যক্ষের ধন।

১

সুস্থ হও সুস্থ হও অশান্ত হৃদয়,
সে যে রে যক্ষের ধন আছে সাবধানে ;
অধিকারী বিনা তার জানিও নিশ্চয়,
ও রত্নের অধিকার নাহি অন্য জনে ।
তোমারে দরিদ্র করি সৃজিয়াছে বিধি ;
তব ভাগ্যে লেখে নাই ও অমূল্য নিধি ।

২

আশার কালিমা যদি লেগে থাকে প্রাণে,
অবিলম্বে ধু'য়ে ফেল তপ্ত আঁখি জলে ;
থেকোনা দিবস নিশি বিরস বদনে,
তার স্মৃতি তুষানল বুকে সদা জ্বেলে।
প্রাণ বিনিময়ে যদি পাইতাম তারে ;
এখনি আনিয়া আমি দিতাম তোমারে।

৩

ভিক্ষার্থী হইয়া যদি যাচ পাতি কর,
তবু অতি ক্ষুদ্রকণা নারিবে লভিতে ;
প্রহরী রয়েছে এক যক্ষ ভয়ঙ্কর,
দয়া মায়া ভালবাসা নাহি তার চিতে।
দেয়না কাহারে কিছু, বড়ই কৃপণ ;
তার কাছে দান চাওয়া অরণ্যে রোদন।

৪

চুরি করি আনিবারে কেহ নাহি পারে,
জেগে আছে সদা এক কাল ভুজঙ্গিনী।
নিকটে যাইবা মাত্র দংশে আসি তারে,
রাখে ধন বুকে ক'রে দিবস রজনী।
যে যায় সাহস করি সেই মরে প্রাণে ;
সে রতন আমি বল আনিব কেমনে ?

৫

হৃদয়! অসাধ্য সাধ কর পরিহার,
ডুবা'ও না অভাগারে অশান্তি সাগরে;
করিও না অনুক্ষণ উত্তেজনা আর,
দয়া করি শান্ত হও, ক্ষমা কর মোরে।
পারিব না আমি কভু শূন্যে পাতি ফাঁদ;
ধ'রে এনে দিতে তোরে আকাশের চাঁদ।

কে তুমি?

কে তুমি সুষমা মাখা সোনার প্রতিমা—
লাবণ্যের হার?
হাসিতে মাণিক পড়ে, কাঁদিতে মুকুতা ঝড়ে,
দুর্ল্লভ অমৃত ক্ষরে, কথায় তোমার;
মেঘ শোভা কেশদলে, কটাক্ষে বিদ্যুৎ খেলে,
পলকে গিয়াছি ভু'লে সকল সংসার;
মনে লয় লো সুন্দরি! তুইলো স্বর্গের পরী,
এসেছ ত্রিদিব ছাড়ি, শাপে দেবতার;
অথবা এ অভাগারে, বাঁধিতে প্রণয় ডোরে,
আসিয়াছ দয়া ক'রে, আদেশে ধাতার;
সরলে! এ পোড়া ভালে, সুখ নাই কোন কালে,
বৃথা মোরে মায়া জালে, জড়া'ও না আর;

দাবানল জ্বলে চিতে, তোমার ও অশ্রুপাতে,
পারিবে না জুড়াইতে, এ জ্বালা আমার ;
যে তরী ডুবিবে ত্বরা, বৃথা তাতে হাল ধরা,
বিফল যতন করা, ছিন্ন মূল যার ;
এসো না আমার কাছে, ভয় হয় গলে পাছে,
দারুণ দুঃখের আঁচে, ও তনু তোমার ;
অকালে শুকায় পাছে, পারিজাত হার।

প্রেমিক।

শিশুকালে পাঠশালাতে গুরু মশায়ের ঠাঁই—
পড়িয়াছি, অন্ধ সেজন দু'চোখ যাহার নাই।
কাণে কিছু শুনে না যে, কালা বলে তাকে ;
বুঝালে বুঝে না যে, তায় অবুঝ বলে লোকে।
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি যার, অজ্ঞান বলে তারে ;
বিদ্যাহীনে মূর্খ, চোর যে পরের বিত্ত হরে।
যদিও তা সত্য বটে, এখন দেখি বুঝে ;
মস্ত একটা ভুল র'য়েছে সে সব কথার মাঝে।
অন্ধ, কালা, অবুঝ, অজ্ঞান, মূর্খ, চোর আদি ;
এক জনের হয় বিশেষণ সব ভেবে দেখ যদি ;
চ'খ থাকিতে অন্ধ প্রেমিক, কালা থাক্‌তে কান ;
বুঝ থাকিতে অবুঝ ভারি, জ্ঞান থাক্‌তে অজ্ঞান।

বিদ্যা থাক্‌তে মূর্খ প্রেমিক, সাধু হ'য়ে চোর ;
ধন্য ধন্য ধন্য প্রেম ! ধন্য নেশা তোর।
সব ছেড়ে কেউ করে তোমার উপাসনা যদি ;
চ'খের জলে দিবানিশি ব'য়ে যায় তার নদী।

কামনা।

প্রিয়ে !

যখনি তোমারে দেখি, মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকি,
মনে লয় তুমি যেন কতই সুন্দরী ;
তুলনা মিলেনা খুজি, ভাবি সদা হবে বুঝি,
পক্ষহীন পরী, কিম্বা স্বর্গের অপ্‌সরী !
ভীষ্মের পিপাসা সম, প্রাণের পিপাসা মম,
মিটেনা তোমার অই বারি বিন্দু পিয়ে ;
শত ধারে অবিরল, ঢালিয়া প্রণয় জল,
দারুণ পিপাসা মোর দেও ঘুচাইয়ে।
থাকিও না দূরে দূরে, কাছে কাছে এস স'রে,
মিলে মিশে দু'জনায় এক হ'য়ে থাকি ;
এক দেহ এক প্রাণ, এক ধ্যান, এক জ্ঞান,
এক লক্ষ্য, এক শক্তি, এক চ'খে দেখি ;
আমার কামনা পূর্ণ কর বিধুমুখি !

বহুদিন পরে।

১

প্রিয়ে! বহুদিন যায়।

যে পূর্ণিমা নিশি ভোরে, এসেছি ছাড়িয়া তোরে,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক পাগলের প্রায়;
সে হ'তে হিসাব করি, দেখিয়াছি প্রাণেশ্বরি,
চারিটি পূর্ণিমা গেছে কাঁদায়ে আমায়;
ভীষণ রাক্ষসী মত, গিয়াছে দিবস কত,
সঙ্খ্যা নাহি কত নিশি গেছে অনিদ্রায়;
কত উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস, হৃদয়ের রক্তোচ্ছ্বাস
শুষিয়া, গিয়াছে বহি সঙ্খ্যা করা দায়;
স্মরিয়া তোমার মুখ, ভাসায়ে দিয়াছি বুক,
প্রিয়তমে! কত দিন তপ্তাশ্রু ধারায়;
ভ্রমিয়াছি কত দেশ, ঘুচেনা প্রাণের ক্লেশ,
প্রকৃতির নিত্য নব অপূর্ব্ব শোভায়;
তোমার নয়ন মাঝে, নিশ্চয় চুম্বক আছে,
আকর্ষণে প্রাণ মম ছিঁড়ে নিতে চায়;
কতদিনে হবে দেখা তোমায় আমায়?

২

প্রিয়ে! বহু দিন যায়।

সেই যে ছিলাম সুখে, বুকে বুকে মুখে মুখে
লাগাইয়া, দুই জনে পাগলের প্রায়;

সেই যে মৃণাল সম, বাহু পাশে দেহ মম
বেঁধেছিলে, শশিমুখি! যত শক্তি গায়;
সেই যে হৃদয় খুলি, ব'লে ছিলে কথাগুলি,
সরল মধুর অতি মাখা মমতায়;
সেই যে জানালা দিয়া, শশিকর প্রবেশিয়া,
শীতল সমীর সহ লেগেছিল গায়;
সে চুম্বন আলিঙ্গন, স্মরিলে সিহরে মন,
সে বাঁধের চিহ্ন আ'জো র'য়েছে আত্মায়;
সে দিনের যত কথা, মরমে র'য়েছে গাঁথা,
সে চন্দ্রিকা সমীরণ পাসরা না যায়;
চিন্তা নাই প্রেয়সিরে! সত্বরে আসিব ফিরে,
আবার তেমনি সুখে রব দু'জনায়;
যদি না নিদ্রিত হই অনন্ত নিদ্রায়।

রাক্ষসী-গ্রাসে।

পুরাণে শুনেছি আগে, লঙ্কায় রাক্ষসী থাকে,
এবে বুঝি বিচারিয়া সে ধারণা ভুল;
সুন্দরী নারীর মাঝে, ভীষণ রাক্ষসী আছে,
লঙ্কার রাক্ষসী তার নহে সমতুল।

দৃষ্টিমাত্র ছল করি, গ্রাসিয়াছে নিশাচরী,
স্নেহ ভক্তি প্রাণ মন ইত্যাদি সকল ;
তার পরে কাছে আসি, পাশে বসি হাসি হাসি,
কথায় খেয়েছে জ্ঞান, পরশিয়া বল।
চুম্বনে ধমনী পেশী, খালিকরি সর্ব্বনাশী,
খেয়েছে সকল রক্ত দেহের আমার ;
দংশন করিয়া গণ্ড, খাইয়াছে মাংস খণ্ড,
আলিঙ্গন ছলে মম গিলিয়াছে হাড়।
তবু আশা মিটে নাই, আবার শুনিতে পাই,
শীঘ্র নাকি নিশাচরী গিলিবে আমারে ;
পলা'য়ে যাইতে চাই, শরীরে শকতি নাই,
হায়! হায়! পড়িয়াছি বিষম পাথারে।

মনেপড়ে।

হেরিলে আকাশ গাত্রে শশী নিরমল,
অথবা সরসী নীরে ফুল্ল শতদল ;
অথবা লাবণ্যমাখা রূপবতী নারী,
অমনি হৃদয়ে জাগে মুখখানি তারি।

শুনিলে বসন্ত কালে কোকিল কাকলী,
অথবা কুসুম বনে গুঞ্জরিলে অলি ;
শুনিলে মধুর নাদী বীণার ঝঙ্কার,
অমনি হৃদয়ে জাগে কথাগুলি তার।

স্বামীর শুশ্রূষা রতা হেরিলে কামিনী,
অথবা হেরিলে তারে পর্য্যাঙ্ক শায়িনী
স্বামী সহ, তখনই মনে পড়ে তার,
ভক্তি সরলতা মাখা নম্র ব্যবহার।

